مختارات من السنة

নির্বাচিত হাদীস

তৃতীয় খণ্ড

৭০ টি হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও মূল্যবান শিক্ষণীয় বিষয়

মূল আরবী ভাষায় প্রণীত :

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

বাংলা অনুবাদ:

ড: মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার

প্রকাশক:

দাওয়া ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে

ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, রিয়াদ, সৌদি আরব

مختارات من السنة

مع تراجم الرواة والفوائد العلمية لسبعين حديثا

الجزء الثالث

تأليف الأصل باللغة العربية

للدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

الترجمة باللغة البنغالية

للدكتور/ محمد مرتضى بن عائش محمد

وللشيخ عبد النور بن عبد الجبار

الناشر

قسم دعوة وتوعية الجاليات

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض المملكة العربية السعودية

الطبعة الثانية عام ١٤٣٥هـ -٢٠١٤م

الناشر

قسم دعوة وتوعية الجاليات

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في الرياض المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمـــد لله ﴿ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ ﴾[1]، والصـلاة والسـلام علـى خـاتم النبيين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد:

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, "যিনি তাঁর রাসূলকে কুরআন এবং সত্যধর্ম ইসলামসহ প্রেরণ করেছেন, অন্য সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য"।
{সূরা আল ফাত্হ, আয়াত নং ২৮ এর অংশবিশেষ}
অতিশয় সম্মান ও সালাম (শান্তি) আমাদের নাবী তথা শেষ নাবী মুহাম্মাদের জন্য, এবং তাঁর পরিবার-পরিজন,

---

(١) سورة الفتح، جزء من الآية ٢٨.

সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারীগণের জন্যেও অবতীর্ণ হোক।

অতঃপর ইসলাম ধর্ম সকল জাতির মানবসমাজকে ইহলোক ও পরলোকে সুখদায়ক জীবন প্রদানকারী ধর্ম; তাই এই ধর্ম সকল মানুষকে তার ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং ধর্মিয় জীবন যেন সুখদায়ক হয়, তার সঠিক পথগুলির সত্যসন্ধান প্রদান করতে সক্ষম; সুতরাং এই ধর্ম মানবসমাজে অন্যায়, অত্যাচার এবং ঘৃণিতভাব কোনো সময় সমর্থন করেনা। এবং এই যুগে মানবসমাজে যে সব অশান্তির ভয়ানক দৃশ্য বিরাজ করছে, সে সবগুলি প্রকৃতপক্ষে খাঁটি ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে। তাই সেই মহাধর্ম ইসলামকে সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই মহাধর্ম ইসলামকে নিয়ে এসেছেন আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ। অতএব আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ] এর শ্রদ্ধাযুক্ত বা শ্রদ্ধান্বিত ভালোবাসার সহিত প্রকৃত নিষ্ঠাবান হয়ে তাঁর অনুসরণের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত নির্বাচিত হাদীসগুলি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম।

সম্মানিত পাঠক - পাঠিকার জেনে রাখা দরকার যে, (اَلسُّنَّةُ) আস্ সুন্নাত্ শব্দটি আমি কী অর্থে ব্যবহার করছি? এর উত্তর হলো এই যে, আস্ সুন্নাত্ শব্দটি এখানে হাদীসের অর্থে ব্যবহার করেছি, এবং এখানে হাদীস বলা হয়ঃ নাবী কারীম [ﷺ] এর বাণী, কর্ম এবং অবস্থাকে।

অথবা এই কথাও বলা যেতে পারে যে, সুন্নাত্ শব্দটির অর্থ হলো হাদীস এবং হাদীসের অর্থ হলোঃ নাবী কারীম [ﷺ] এর বাণী, কর্ম, সমর্থন এবং গুণ অথবা অবস্থা ।

এই বইটির প্রস্তুতকরণে আল্লাহর সাহায্যে নির্বাচিত হাদীসের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তুলে ধরার সময় আমার নিজস্ব প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত ও প্রচার পদ্ধতি, তাত্ত্বিক জ্ঞান এবং বাস্তব জীবন সংক্রান্ত অনেকগুলি নিয়ম প্রণালীর উল্লেখ করার সাথে সাথে, ওই সমস্ত ওলামায়ে ইসলামের মতামত অনেক সময় সামনে রেখেছি, যে সমস্ত ওলামায়ে ইসলামের ইসলামী বিধি-বিধানের বিশদ বিবরণ দানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে, যেমন আল্লামা ইহ্ইয়া বিন শারাফ আন্নাওয়াবী, আল্লামা হাফেজ আহ্মাদ বিন আলী বিন

হাজার আল্‌আস্‌কালানী এবং অন্যান্য আরও ওলামায়ে ইসলাম। আল্লাহ তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এই বইয়ের মধ্যে যে সমস্ত হাদীস একত্রিত করেছি, সে সমস্ত হাদিসের বিষয়বস্তু সাধারণত তিনটি মাত্র:

১- ঈমান

২- আমল

৩- এবং চরিত্র।

আমি মহান আল্লাহ পাকের নিকটে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই বইটিকে উত্তমরূপে কবুল করেন এবং মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণময় হিসেবে গ্রহণ করেন; নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা এবং প্রার্থনা গ্রহণকারী।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পালা; তাই:

রাব্‌ওয়াহ দা'ওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর প্রধান পরিচালক মাননীয় শাইখ খালেদ বিন আলী

আবাল্‌খ্যাইল সাহেব আমাদের দাওয়াতি কার্যক্রমে আন্তরিকতা, দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতা বজায় রেখে অগ্রসর হওয়ার প্রতি সর্বদা উৎসাহ প্রদান করার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে ধন্যবাদ জানাই।

অনুরূপ ভাবে রাব্‌ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের (জালীইয়াত বিভাগের) পরিচালক মাননীয় শাইখ নাসের বিন মুহাম্মাদ আল্‌হোওয়াশ সাহেবকেও শ্রদ্ধাসহকারে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। কেননা এই মহৎ কাজ হিফজুল হাদীসের প্রতিযোগিতার বাস্তবায়ন, দাওয়াহ ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগ (জালীইয়াত বিভাগ) রাব্‌ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয়, (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) রিয়াদ, সৌদি আরব, এর তত্ত্বাবধানে কার্যকারী করার জন্য তিনিই হলেন বড়ো উদ্যোগী।

তদ্রূপ আমি যে সমস্ত লোকের পরামর্শ অথবা মতামত কিংবা প্রচেষ্টার দ্বারা উপকৃত হয়েছি, তাঁদের সকলের প্রতি

আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। তবে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

রাব্ওয়াহ দাওয়া, এরশাদ ও প্রবাসীদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানদান কার্যালয় (রাবওয়া ইসলামিক সেন্টার) এর দাওয়া ও প্রবাসী শিক্ষা বিভাগের (জালীইয়াত বিভাগের) সকল সহকর্মী ওলামায়ে কেরাম এবং সম্মানিত ভাই আব্দুল আজীজ মাদ্য়ূফ। আল্লাহ তাঁদের সকলকে দুনিয়াতে ও পরকালে ইসলাম এবং মুসলিমগণের পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه، والحمد لله رب العالمين.

অর্থ: আল্লাহ আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ ও তাঁর অনুসরণকারীগণকে অতিশয় সম্মান ও শান্তি প্রদান করুন, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য।

মূল আরবী ভাষায় ভূমিকার কথা এখানেই শেষ হয়ে গেল। তবে আমার স্ত্রী উম্মে আহ্মাদ্ সালীমা খাতুন

বিনতে শাইখ হুমায়ন বিশ্বাস এর কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত বলে মনে করছি; যেহেতু তিনি এই বইটির মুদ্রণ দোষ-ত্রুটি ঠিক করার বিষয়ে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

এই বইয়ের বাংলা তরজমা বা অনুবাদ আমাকেই করতে হয়েছে। [কিন্তু শুধু মাত্র হাদীস নং ৪৮ হতে হাদীস নং ৬৫ পর্যন্ত, এই ১৭ টি হাদীসের বাংলা তরজমা বা অনুবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন শাইখ আব্দুন্ নূর বিন আব্দুল জব্বার, মহান আল্লাহ তাঁকেও উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।] তাই এখানে অনুবাদের পদ্ধতির বিষয়ে একটি কথা বলতে চাই; আর তা হলো এই যে,

অনুবাদের পদ্ধতি

এই বইটির অনুবাদ পদ্ধতি একটু আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই কোনো সম্মানিত পাঠকের মনে অনুবাদ সম্পর্কে কোনো প্রকার দ্বিধা অথবা সংশয় জেগে উঠলে, ওলামায়ে ইসলামের বিশদ বিবরণ বা ব্যাখ্যা আরবী ভাষায় একটু গভীরতার সহিত দেখে নিলে, দ্বিধা অথবা সংশয় দূর হয়ে যাবে। এবং এই বইটির বাংলা অনুবাদ নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত হবে (বলে আশা করি) ইনশা আল্লাহ। তবে বইটির দোষ-ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা এবং মুদ্রণ প্রমাদ প্রভৃতি

একেবারেই নেই, এই দাবি আমি করছি না। তাই এই বিষয়ে যে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব এবং মতামত সাদরে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ।

প্রণয়নকারী

ডঃ মুহাম্মাদ মর্তুজা বিন্ আয়েশ মুহাম্মাদ

তাং (১০/৪/২০১৪ খ্রীষ্টাব্দ) ১০/৬/১৪৩৫ হিঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

জান্নাত লাভের উপকরণ

١- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اُعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلاَمَ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ١٨٥٥، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح، وقَالَ العلامة محمد ناصر

الـــدين الألبـــاني عـــن هـــذا الحـــديث: بأنـــه صحيح).

১। আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র্ [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা সবাই অনন্ত করুণাময়ের (আল্লাহর) ইবাদত বা উপাসনা করো, অনাহারকে অন্ন দান করো এবং সালাম প্রসার করো; তাহলে শান্তির সহিত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৫৫, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র্ ইবনুল আস্ আল্ কোরাশী আস্‌সাহ্‌মী একজন সম্মানিত সাহাবী, তিনি তাঁর পিতা আম্‌র্ ইবনুল আস্ [رضي الله عنهما] এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ

করেছিলেন। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলেম এবং ইবাদত ও পরহেজগারিতায় ছিলেন অনুকরণীয় সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭০০ টি।

তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে অনেকগুলি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপরিচালনার দিক দিয়ে এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ দক্ষতা রাখতেন; তাই মোয়াবিয়া [رضي الله عنه] তাঁকে কূফা শহরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য।

তিনি মিশর দেশে জামে আল্ ফুস্তাতে আম্র্ ইবনুল আস্ মসজিদে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] হতে হাদীস বর্ণনা করতেন; তাই তাঁর কাছ থেকে মিশর, শামদেশ এবং মক্কা-মদীনার বহু শিষ্য হাদীসের জ্ঞানার্জন করেছেন।

তিনি মিশরে সন ৬৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং (বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে) তাঁর ঘরেই তাঁকে দাফন করা হয়। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে। সুতরাং বলা

হয়েছে যে, তিনি শামদেশে অথবা মক্কা শহরে মৃত্যুবরণ করেছেন।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। জান্নাতে প্রবেশের পথ হলো: এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা এবং মানবসমাজের উপকারসাধন।

২। ইবাদতের (উপাসনার) দ্বারা সুমহান আল্লাহর একত্ববাদ সাব্যস্ত এবং দরিদ্রদের জন্য বদান্যতা ও দান প্রদান করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে ।

৩। সালাম প্রসারের দ্বারা মুসলিম সমাজের সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রেমময় সামাজিক গভীর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে।

আল্লাহর গুণাবলির বিবরণ

٢- عَـــنْ أَبِـــيْ هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ عَـــنِ النَّبِـــيِّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ أَنَّـــهُ كَـــانَ

يَقُــــولُ: إِذَا أَوَى إِلَــــى فِرَاشِــــهِ: "اَللَّهُــــمَّ رَبَّ السَّــــمَوَاتِ وَرَبَّ الْــــأَرْضِ وَرَبَّ كُــــلِّ شَــــيْءٍ، فَــــالِقَ الْحَــــبِّ وَالنَّــــوَى، مُنْــــزِلَ التَّــــوْرَاةِ وَالإِنْجِيــــلِ وَالْقُــــرْآنِ الْعَظِــــيمِ، أَعُــــوذُ بِــــكَ مِــــنْ شَــــرِّ كُــــلِّ دَابَّــــةٍ أَنْــــتَ آخِــــذٌ بِنَاصِــــيَتِهَا، أَنْــــتَ الْــــأَوَّلُ؛ فَلَــــيْسَ قَبْلَــــكَ شَــــيْءٌ، وَأَنْــــتَ الْــــآخِرُ؛ فَلَــــيْسَ بَعْــــدَكَ شَــــيْءٌ، وَأَنْــــتَ الظَّــــاهِرُ؛ فَلَــــيْسَ فَوْقَــــكَ شَــــيْءٌ، وَأَنْــــتَ الْبَــــاطِنُ؛ فَلَــــيْسَ دُونَــــكَ شَــــيْءٌ، اِقْــــضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ".

(ســــنن ابــــن ماجــــه، رقــــم الحــــديث ٣٨٧٣، وصــــحيح مســــلم، رقــــم الحــــديث ٦١- (٢٧١٣)،

واللفظ لابن ماجه، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه: صحيح).

২। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করেছেন, নাবী কারীম [ﷺ] যখন শয্যায় শয়নের জন্য যেতেন তখন বলতেন:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، أَنْتَ الْأَوَّلُ؛ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ؛ فَلَيْسَ

دُونَـــكَ شَـــيْءٌ، اِقْــضِ عَنِّـــي الــدَّيْنَ وَأَغْنِنِـــي مِـــنَ الْفَقْرِ".

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আকাশসমূহের প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক এবং প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক। আপনি সকল প্রকার শস্য দানা ও আঁটির উৎপাদনকারী। আপনি তাওরাত, ইঞ্জিল এবং মহাগ্রন্থ কুর্আন অবতীর্ণকারী। আমি আপনারই শরণ নিচ্ছি ওই সমস্ত প্রত্যেকটি জীবের অমঙ্গল হতে, যে সমস্ত জীবের নিয়ন্তা কেবল আপনারই হাতে রয়েছে। আপনিই সর্ব প্রথম অস্তিত্বশীল; সুতরাং আপনার পূর্বে কোনো বস্তু ছিলনা। আপনিই সর্বশেষ অস্তিত্বশীল; সুতরাং আপনার পরে কোনো বস্তু থাকবে না। আপনিই জয়ী পরাক্রমশালী; সুতরাং আপনার ঊর্ধ্বে কোনো বস্তু নেই। আপনিই সকল জ্ঞানের আধার; সুতরাং আপনার নিকটে কোনো বস্তু গুপ্ত নয়। আপনি আমাকে ঋণমুক্ত এবং অভাবমুক্ত করুন"।

[সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৩৮৭৩, এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১-(২৭১৩), তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আবু হুরাইরাহ আব্দুর রহমান বিন সাখার আদ্দাওসী ইয়ামানী। তিনি আল্লাহর রাসূলের সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তাঁর কুনিয়াত [ডাকনাম] আবু হুরাইরাহ হিসেবে বিখ্যাত। এর কারণ হলোঃ তিনি বিড়াল নিয়ে খেলা করতেন ও কতকগুলি মানুষের ছাগল চরাতেন। সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ৪ বছর পর্যন্ত নাবী কারীম [ﷺ] এর সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন, তাই আল্লাহর রাসূল যেখানে অবস্থান করতেন তিনিও সেখানে থাকতেন। আবু হুরাইরাহ [رضي الله عنه] হাদীসের জ্ঞান লাভ করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অসাধারণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি নাবী কারীম [ﷺ] এর কাছ থেকে প্রচুর জ্ঞানার্জন করে, সাহাবীগণের মধ্যে সবচাইতে

বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর উপাধি লাভ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ৫৩৭৪ টি। সন ৫৭ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান আল্‌বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয় [رضي الله عنه] ।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সুমহান আল্লাহর প্রতি এই বলে বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য যে, তিনিই কেবল মাত্র সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ অস্তিত্বশীল, তিনিই জয়ী পরাক্রমশালী এবং তিনিই সকল জ্ঞানের আধার।

* এই হাদীসের اَلْأَوَّلُ শব্দটির অর্থ হলো: সর্ব প্রথম অস্তিত্বশীল এবং এর ভাবার্থ হলো: তিনি আল্লাহ, তিনি অনাদি; তাই তাঁর আদি নেই; সুতরাং তাঁর পূর্বে কোনো বস্তু ছিলনা; অতএব শুধু মাত্র আল্লাহই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না।

* এই হাদীসের اَلْآخِرُ শব্দটির অর্থ হলো: সর্বশেষ অস্তিত্বশীল এবং এর ভাবার্থ হলো: তিনি আল্লাহ, তিনি অনন্ত; সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তিনি অন্তহীন চিরস্থায়ী; তাই তাঁর পরে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব থাকবে না।

* এই হাদীসের اَلظَّاهِرُ শব্দটির অর্থ হলো: জয়ী পরাক্রমশালী এবং এর ভাবার্থ হলো: তিনি আল্লাহ, তিনি জয়ী পরাক্রমশালী; তাই তিনি সৃষ্টিকুলের ঊর্ধ্বে; সুতরাং তাঁর ঊর্ধ্বে কোনো বস্তু নেই।

* উল্লিখিত হাদীসের اَلْبَاطِنُ শব্দটির অর্থ হলো: সকল জ্ঞানের আধার এবং এর ভাবার্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্রিয়া সম্পাদন করার কেউ নেই। আল্লাহ ব্যতীত কেউ স্বয়ম্ভর নয়। এবং আল্লাহর নিকটে কোনো কিছু লুক্কায়িত বা গোপন নয়; সুতরাং তিনি সকল বিষয়ে অবগত।

২। পবিত্র কুরআন ও সঠিক হাদীসে আল্লাহর গুণাবলির কথা যে ভাবে উল্লিখিত হয়েছে, সেগুলি সেই ভাবেই সাব্যস্ত করা আবশ্যক। তবে হাঁ, সেগুলির অনারবী ভাষায় ভাবার্থ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ বা অবৈধ নয়; বোঝানো ও ব্যাখ্যা করে বিশদ বিবরণ দানের উদ্দেশ্যে।

৩। এই দোয়াটি মুখস্থ করা উচিত এবং ঘুম যাওয়ার পূর্বে এই দোয়াটি সযত্নে পাঠ করা দরকার।

৪। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, সুমহান আল্লাহই কেবল মাত্র সব জগতের প্রতিপালক; সুতরাং সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বস্তুর প্রতিপালক কেবলমাত্র সুমহান পবিত্র আল্লাহ।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম

٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِن رَّبِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٢١٥ - (٤٨٢)،).

৩। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] নিশ্চয় বলেছেন: "মানুষ সিজদা অবস্থায় তার প্রতিপালকের অধিক নিকটবর্তী হয়ে যায়। অতএব এই অবস্থায় তোমরা বেশি বেশি দোয়া করবে"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫-(৪৮২)]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সিজদা অবস্থায় বেশি বেশি দোয়া করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। সুমহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম হলো নামাজ; কেন না নামাজের সঙ্গে তো সিজদা সংশ্লিষ্ট।

৩। পবিত্র কুরআন ও সঠিক হাদীসের মধ্যে যে সব দোয়া উল্লিখিত রয়েছে, সেই সব দোয়াগুলি পাঠ করার প্রতি আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত।

উপকারকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ، لاَ يَشْكُرِ اللَّهَ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ١٩٥٤،

وسنن أبي داود، رقم الحديث ٤٨١١،

واللفظ للترمذي، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি উপকারকের উপকার মনে রেখে যদি তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে পারবে না।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫৪, এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮১১, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উপকারকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। এই হাদীসটি সেই উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কালিমাময় ও নিন্দনীয় বলে গণ্য করে, যে ব্যক্তি উপকারকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

৩। সুমহান আল্লাহ সেই ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কবুল করেন না, যে ব্যক্তি তার উপকারকগণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

৪। উপকারকগণের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার কতকগুলি মাধ্যম রয়েছে, তার মধ্যে হলো: উপকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার উপকারকগণের জন্য মঙ্গলদায়ক দোয়া করবে, তাদের প্রশংসা করবে, তাদের সাথে উত্তম পন্থায় কথা বলবে এবং তাদের সঙ্গে আচার আচরণ ভালো রাখবে।

একটি জিকিরের মর্যাদা

٥- عَـنْ أَبـِـيْ سَـعِيْدٍ اَلْخُـدْرِيِّ رَضِـيَ اللّــهُ عَنْــهُ أَنَّ رَسُـــوْلَ اللّٰهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: "مَـــنْ قَـــالَ: رَضِـــيْتُ بِـــاللّٰهِ رَبًّـــا ، وَبِالإِسْـــلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ".

(ســـنن أبـــي داود ، رقـــم الحـــديث ١٥٢٩ ، وقَـــالَ العلامـــة محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৫। আবু সাঈদ আল্ খুদরী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তি এই জিকির বা দোয়াটি পাঠ করবে:

"رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً".

অর্থ: "প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদের প্রতি এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি আমি সন্তুষ্ট রয়েছি"। তার জন্য জান্নাত লাভ অপরিহার্য হয়ে যাবে"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫২৯, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু সাঈদ আল্ খুদরী, সা'দ বিন মালেক বিন সিনান আল্ খাজ্রাজী আল্ আন্সারী। তিনি একজন মহাবিখ্যাত সাহাবী। খন্দকের যুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথমে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে তিনি ১২ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হাদীস গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত ১১৭০ টি হাদীস পাওয়া যায়।

আবু সাঈদ আল্ খুদরী [ﷺ] মদীনায় সন ৭৪ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে। তাঁকে আল্বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি

"رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً"

এই জিকির বা দোয়াটি পাঠ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

২। যে ব্যক্তি সুখময় জীবন লাভ করার ইচ্ছা করবে, সে ব্যক্তির জন্য প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহর প্রতি, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদের প্রতি এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া অপরিহার্য।

৩। এই হাদীসটির দ্বারা এই জিকির

"رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً"

এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা সাব্যস্ত করা হয়; কেন না এই জিকিরের দ্বারা সুমহান আল্লাহর তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তাঁর উপর ভরসা রাখার কথা ঘোষণা করা হয়, সুমহান আল্লাহর প্রদত্ত ধর্ম ইসলামের শিক্ষার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা হয় এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি প্রদান করাও হয়।

আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বীকার

٦- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ؛ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا".

(صحيح مسلم, رقم الحديث ٨٩- (٢٧٣٤)،).

৬। আনাস বিন মালিক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ যে রাসূলুল্লাহ [صلى الله عليه وسلم] বলেছেনঃ "আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে ব্যক্তি খাবার খেয়ে বলেঃ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ (অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

কিংবা পানীয় দ্রব্য পান করে বলেঃ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯-(২৭৩৪) ।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আবু হামজাহ আনাস বিন মালিক আল আনসারী [رضي الله عنه] একজন বিশিষ্ট সাহাবী। হিজরতের ১০ বছর পূর্বে মদীনাতে তাঁর জন্ম হয়, ছোটকালে নাবালক অবস্থাতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নাবী কারীম [صلى الله عليه وسلم] এর সান্নিধ্যে ধারাবাহিক ভাবে ১০ বছর যাবৎ তাঁর সেবায় রত থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ صلى الله عليه وسلم এর খাদেম-সেবক হিসেবে তিনি সর্বোত্তম উপাধি লাভ করেন। এবং আল্লাহর রাসূলের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর খেদমতে রত থাকেন। অতঃপর দামেশকে চলে যান, সেখান থেকে বসরায় গমন করেন। তিনি অনেক হাদীস

বর্ণনা করেছেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৮৫ টি। তিনি বসরা শহরে একশত বা তারও অধিক বয়স প্রাপ্ত হয়ে সন ৯৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। খাদ্য দ্রব্য এবং পানীয় দ্রব্য আল্লাহর বড়ো নেয়ামত, এই নেয়ামতটি স্বীকার করা অপরিহার্য; সুতরাং এই নেয়ামতটি ভোগ করার পর আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত; কেন না তিনিই তো মানুষের জন্য এই খাদ্য দ্রব্য এবং এই পানীয় দ্রব্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন।

২। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার ইচ্ছা করবে, সে ব্যক্তির প্রতি সুমহান আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করার পর তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অপরিহার্য হয়ে যাবে।

৩। ভোজ্যদ্রব্য আহার কিংবা তরল দ্রব্য পান করার পর মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই দোয়াটি পাঠ করা উচিতঃ

"الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا". (صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٤٥٨).

অর্থ: "অসংখ্য, উত্তম ও কল্যাণবান প্রশংসা আল্লাহর জন্য; সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আপনি ব্যতীত অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী নই; তাই আমি আপনার নেয়ামত হতে অমুখাপেক্ষি হতে পারি না, আপনার নেয়ামত বর্জনকারী হতে পারি না এবং আপনার নেয়ামত হতে বিমুখও হতে পারি না"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪৫৮]।
কিংবা এই দোয়াটিও পাঠ করা যেতে পারে:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجا".

(سـنن أبـي داود، رقـم الحـديث ٣٨٥١، قـال العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني عـن هذا الحديث: بأنه صحيح).

অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় দ্রব্য দান করেছেন এবং তা গলাধঃকরণ করিয়েছেন। অতঃপর সেগুলি বের হওয়ার পথও করে দিয়েছেন"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৫১, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা হতে সতর্কীকরণ

٧- عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: "لاَ تَحْلِفُـوْا بِآبَـائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَـاتِكُمْ وَلاَ بِالْأَنْـدَادِ، وَلاَ

تَحلِفُوْا إلاَّ بِاللّٰهِ، وَلاَ تَحلِفُوْا بِاللّٰهِ إلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُوْنَ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٣٢٤٨، وسنن النسائي، رقم الحديث ٣٧٦٩, واللفظ لأبي داود، قَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৭। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণ, মাতৃগণ, আল্লাহর তথাকথিত সমকক্ষগণের নামে শপথ করবে না, এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামেও শপথ করবে না, আর তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করলে সত্য শপথ করবে”।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৪৮, এবং সুনান্ নাসায়ী, হাদীস নং ৩৭৬৯, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। শির্ক্মুক্ত একত্ববাদের সাত্ত্বিক তাওহীদের আকীদা বা ধর্মমত রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। সুমহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করা হতে এবং মিথ্যা শপথ করা হতে এই হাদীসটি সতর্ক করে।

৩। সকল কর্মে এবং সব অবস্থায় আল্লাহর সাথে মানুষের সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক।

দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময়

٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢١٢، سنن أبي داود، رقم الحديث ٥٢١، واللفظ للترمذي، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৮। আনাস বিন মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২১২, এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৫২১, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া করার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া উচিত।

৩। আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দোয়া যদি দোয়ার আদবকায়দা, নিয়ম প্রণালীমাফিক হয়, তাহলে সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়।

সুমহান আল্লাহর ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ

٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللّٰهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللّٰهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٦- (٢٧٦١)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٢٣، واللفظ لمسلم).

৯। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ নিন্দনীয় কর্মকে তীব্র ক্রোধের সহিত ঘৃণা করে ঈর্ষান্বিত হন। আর ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিও নিন্দনীয় কর্মকে তীব্র ক্রোধের সহিত ঘৃণা করে ঈর্ষান্বিত হয়। এবং

ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার সময় আল্লাহ তীব্র ক্রোধের সহিত তাকে ঘৃণা করে ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকেন।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৬ -(২৭৬১), এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২২৩, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আল্ গাইরাহ্ {اَلْغَيْرَةُ}, (অর্থ: নিন্দনীয় কাজের জন্য তীব্র ক্রোধের সহিত ঘৃণা প্রকাশ করে ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া) বিষয়টি সুমহান আল্লাহর একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ। এই বিশেষণটি আল্লাহর মহত্তের উপযোগী হিসেবে তাঁর সাথে জড়িত বা সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ কুফরী, শির্ক্, পাপাচার এবং অবাধ্যতাকে পছন্দ করেন না।

২। আল্ গাইরাহ্ {اَلْغَيْرَةُ} শব্দটি যখন আল্লাহর সাথে জড়িত বা সম্পৃক্ত হবে, তখন তার অর্থ হবে: আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের কারণে আল্লাহর তীব্র ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত তীব্র ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া ।

৩। আল্ গাইরাহ্ {اَلْغَيْرَةُ} শব্দটি যখন কোনো মানুষের সাথে জড়িত বা সম্পৃক্ত হবে, তখন তার অর্থ হবে: কোনো মানুষের বিশেষ অধিকারে অন্যের অংশগ্রহণের কারণে রাগে ক্ষিপ্ত হওয়া।

৪। নিশ্চয় সুমহান আল্লাহ গর্হিত বা নিন্দনীয় কর্মকে তীব্র ক্রোধের সহিত ঘৃণা করে ঈর্ষান্বিত হন। আর ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তিও নিন্দনীয় কর্মকে তীব্র ক্রোধের সহিত ঘৃণা করে ঈর্ষান্বিত হয়। তবে কোনো মানুষের ঈর্ষান্বিত হওয়া, সুমহান আল্লাহর ঈর্ষান্বিত হওয়ার সমকক্ষ নয়; কেন না আল্লাহর ঈর্ষান্বিত হওয়ার বিষয়টি হলো অতীব কঠোর এবং অতীব দৃঢ়।

মুক্তি লাভের উপায়

١٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَاسَ الْجَنَّةَ؛ فَقَالَ: "تَقْوَى اللّٰهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ"، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَاسَ اَلنَّارَ؛ فَقَالَ: "الْفَمُ، وَالْفَرْجُ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٠٠٤، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٤٢٤٦، واللفظ للترمذي، قَالَ الإمام الترمذي: عن هذا الحديث بأنه: صحيح غريب، وقَالَ العلامة

محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث:

بأنه حسن).

১০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন্ বস্তুটি অধিকাংশ মানুষকে জান্নাত নিয়ে যেতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন: “ভক্তিসহকারে আল্লাহর ভয় এবং সৃষ্টি জগতের সঙ্গে ভালো আচরণ”। এবং তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোন্ বস্তুটি অধিকাংশ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে? তিনি উত্তরে বললেন: “মুখ এবং লজ্জাস্থান”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২০০৪, এবং সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৪২৪৬, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ গারীব বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ভক্তিসহকারে আল্লাহর ভয় এবং সৃষ্টি জগতের সঙ্গে ভালো আচরণ, এই দুইটি বিষয় দুনিয়া এবং পরকালে সুখ লাভের মূল উপায়। কেন না (تَقْوَى اللّٰهِ) ভক্তিসহকারে আল্লাহর ভয় বলা হলো: সুমহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার নাম। এবং (حُسْنُ الْخُلُقِ) ভালো আচরণ বলা হলো: সৃষ্টি জগতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করার নাম।

২। জান্নাত হলো: পরকালে প্রকৃত মুসলিম নারী-পুরুষগণের সুখ ভোগ করার পবিত্র ধাম।

৩। ইসলাম ধর্মের পন্থা ব্যতীত মুখ এবং লজ্জাস্থানের অনুসরণ হলো দুনিয়া এবং পরকালে কষ্টদায়ক জীবন লাভের মূল উপায়।

৪। মুখ ও লজ্জাস্থান হারাম [অবৈধ] বস্তু থেকে রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একটি অপরিহার্য বিষয়।

কিয়ামতের নিদর্শন

١١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَى".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٨٠، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٨ - (٢٦٧١)، واللفظ للبخاري).

১১। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে নিশ্চয় একটি নিদর্শন হলো এই যে, ইসলাম ধর্মের জ্ঞান লুপ্ত হবে, অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়বে, ব্যাপকহারে মদ পান করা হবে এবং ব্যভিচার প্রসার পাবে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮০ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮ -(২৬৭১), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলামের জ্ঞান প্রচার করার প্রতি ইসলাম ধর্ম উৎসাহ প্রদান করে। এবং অজ্ঞতা ও তার কারণগুলির অপসারণ করার প্রতিও ইসলাম ধর্ম উৎসাহ প্রদান করে। কেন না ইসলাম ধর্ম তার জ্ঞান প্রচার এবং তার প্রতি চেতনা সৃষ্টি করা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না।

২। পৃথিবী ধ্বংস ও বিলুপ্ত হওয়ার একটি কারণ হলো: ধর্মীয়, সামাজিক ও চারিত্রিক ক্ষেত্রে বড়ো দুর্নীতি বিস্তৃত হওয়া।

৩। ইসলাম ধর্মের জ্ঞান ও জ্ঞানীগণের শ্রদ্ধা করা আবশ্যক; কেন না পৃথিবী অক্ষত অবস্থায় টিকে থাকার বিষয়টি ইসলাম ধর্মের জ্ঞান ও জ্ঞানীগণের টিকে থাকার উপর নির্ভরশীল।

পরিবারের বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে রাখা অপরিহার্য

١٢- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ؛ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "اَلْحَمْوُ: اَلْمَوْتُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٣٢، وأيضاً:

صحيح مسلم، رقم الحديث ٢٠- (٢١٧٢)،).

১২। ওক্‌বা বিন আমের [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা নারীদের কাছে প্রবেশ করবে না"। একজন আনসারী সাহাবী জিজ্ঞেস করে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে আল্ হামু সম্পর্কে বলুন কি করা যায়? তিনি উত্তরে বললেন: "আল্ হামু হলো মরণ"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৩২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০ -(২১৭২)] ।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

ওক্‌বা বিন আমের বিন আব্‌স আল্ জোহানী একজন বিশিষ্ট সম্মানিত সাহাবী। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন কারী, ফিক্‌হশাস্ত্রবিদ (আইনশাস্ত্রের জ্ঞানী), ফারায়েজের (সম্পত্তির অংশ বন্টনের) বিদ্বান এবং বিখ্যাত বাচনভঙ্গিবিশিষ্ট কবি ও ইসলামী বিজয়ের সেনাপতি ছিলেন।

ওক্‌বা কুরআন তেলাওয়াতে সর্বোত্তম কণ্ঠ সুরের কারী ছিলেন। তাঁর কুরআন তেলাওয়াত শুনে সাহাবীগণের হৃদয় মুগ্ধ হয়ে যেতো ও তাঁদের অন্তরে বিনয় নম্রতা সৃষ্টি হতো। এবং আল্লাহর ভক্তিভরা ভয়ে তাঁদের চোখ থেকে অশ্রু উদ্বেলিত হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে সর্বপ্রথমে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর আরোও সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি মিশর বিজয়ের সেনাবাহিনীর একজন নেতা ছিলেন। তাই আমীরুল মুসলেমীন মোয়াবিয়া [رضي الله عنه] তাঁর এই কৃতিত্বের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে তিন বছরের জন্য মিশরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তাঁকে (গ্রীস দেশের) ভূমধ্য সাগরের রোডস দ্বীপ জয় করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫ টি। তিনি সন ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং মিশরের বিখ্যাত রাজধানী কায়রো শহরে তাঁকে দাফন করা হয় [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম ধর্ম মাহ্‌রাম্‌ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন লোকের সাথে কোন মহিলার নিরিবিলিতে অবস্থান করার বিষয়টিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে।

ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী মহিলার মাহ্‌রাম্‌ বলা হয় ওই সকল পুরুষ মানুষকে, যে সকল পুরুষ মানুষের সাথে তার বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম বা অবৈধ।

২। এই হাদীসটি পরিবারের বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। যাতে পরিবারের মধ্যে বিরাজমান হয় উত্তম চরিত্র, নিরাপত্তা ও সকল প্রকারের সুখ। এবং পরিবারের বিশুদ্ধতাকে যেন কোনো প্রকারের অবৈধ সম্পর্ক বিনষ্ট করতে না পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত; কেন না এই অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠলে পবিত্র পরিবারের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন প্রকার রোগ, সংঘাত, হত্যা এবং ধ্বংসের কারণ।

৩। এখানে আল্ হামু (اَلْحَمْوُ) বলা হয় স্বামীর পিতাগণ ও পুত্রগণ ব্যতীত তার আত্মীয়স্বজনকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন: স্বামীর সহোদর ভাই, ভাতিজা বা ভাইয়ের ছেলে, চাচা কিংবা পিতৃব্য, চাচাতো ভাই এবং এদের সমকক্ষ অন্যান্য এমন আত্মীয়স্বজন যারা মহিলাগণের মাহ্রাম্ এর আওতায় পড়ছে না।

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রার্থনা

١٣- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اَللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اَللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ".

(سنن النسائي، رقم الحديث ٥٥٢١، وأيضا: سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٤٣٤٠، قَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

১৩। আনাস বিন মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করবে, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত বলবে: হে আল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তিকে জান্নাত প্রদান করুন। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তিনবার মুক্তি প্রার্থনা করবে, সে ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন বলবে: হে আল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দান করুন"।

[সুনান্ নাসায়ী, হাদীস নং: ৫৫২১ এবং সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৪৩৪০, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি প্রার্থনা করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। পরকাল, জান্নাত এবং জাহান্নামের ইসলামী মতবাদ অথবা আকীদাটির প্রতি ঈমান স্থাপন করার বিষয়টি অপরিহার্য।

৩। পরকালে কল্যাণময় জীবনের জন্য জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে এবং জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট কতকগুলি আধ্যাত্মিক বিষয় ও বাহ্যিক বিধি-বিধান মেনে চলা আবশ্যকীয় বিষয়।

চাষাবাদের মর্যাদা

١٤- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا؛ فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٠١٢، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٢ - (١٥٥٣)، واللفظ للبخاري).

১৪। আনাস বিন মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো প্রকার উদ্ভিদের চাষাবাদ করবে, তখন তাতে থেকে কোনো মানুষ অথবা কোনো পশু

যা কিছু খাবে কিংবা ভক্ষণ করবে, সব কিছুই তার পক্ষ থেকে সাদাকা বা বদান্যতার মধ্যে গণ্য করা হবে"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২-(১৫৫৩), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি কৃষিকর্মের এবং চাষাবাদের মর্যাদা বর্ণনা করে।

২। মানুষ কৃষিপণ্য ছাড়া এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারে না।

৩। মানুষের জন্য কৃষিকর্মের এবং চাষাবাদের প্রতি বড়ো গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য; তাই উর্বর শস্যক্ষেত্র চাষাবাদ ছাড়া ফেলে রাখা বৈধ নয়। কেন না এই চাষাবাদই হলো জীবিকার

উৎস, এর দ্বারাই বিভিন্ন প্রকার ফল, শস্য, উদ্ভিদ, তৃণ এবং ফসল উৎপাদন করা হয়।

নামাজের সম্মান রক্ষা করা অপরিহার্য

١٥- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ اَلْبَدْرِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ، حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٨٥٥، وجامع الترمذي، رقم الحديث ٢٦٥، واللفظ لأبي داود، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وقَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

১৫। আবু মাস্ঊদ আল্ বাদ্রী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কোনো মানুষের নামাজ যথোচিত বলে গণ্য করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পৃষ্ঠদেশ রুকু এবং সিজদার অবস্থায় সঠিক পদ্ধতিতে সোজাভাবে স্থাপন না করবে"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৫৫, এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৫, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু মাস্ঊদ ওকবা বিন আম্র্ আল্ আনসারী [ﷺ] একজন অন্যতম বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বায়আত (আনুগত্যের শপথ গ্রহণ) এর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সর্বপ্রথমে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে তিনি আরো সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী সময়ে তিনি কূফা শহরে চলে যান এবং সেখানে একটি বাড়ী নির্মান করেন। তাই আমীরুল মুমেনীন আলী [رضي الله عنه] যখন সিফ্‌ফিন্‌ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন এবং সিফ্‌ফিন্‌ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তখন তাঁকে কূফা শহরের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

হাদীস গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১০২ টি। তিনি মদীনাতে ৪১ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন [رضي الله عنه]। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হলো নামাজ; তাই নামাজের সম্মান রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একটি বিশেষ দায়িত্ব; অতএব নামাজ আদায়ের সময় নামাজে বিনয় নম্রতা, নিষ্ঠা, স্থিরতা বজায় রাখা উচিত।

২। নামাজ যেন সঠিক পদ্ধতিতে আদায় হয়, তার জন্য প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির নামাজের নিয়ম পদ্ধতির জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

৩। প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির নামাজের গুরুত্বপূর্ণ যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক; যাতে প্রত্যেকেই নামাজ পড়ার বিষয়ে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর উপদেশের অনুসরণ করতে পারে এবং তাতে যেন অস্থিরতা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে।

অস্থির কুচিন্তার পরিণাম

١٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٢٦٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٠١-(١٢٧)، واللفظ للبخاري).

১৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "আমার উম্মতের অন্তরের অস্থির কুচিন্তার অনুকূলে কোনো কথা কিংবা কর্ম সম্পাদন না করলে, সেই অস্থির কুচিন্তার পাপ সুমহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৬৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০১-(১২৭), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ঈমানদার মুসলিমগণের প্রতি সুমহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; তাই তিনি তাদের অন্তরে দৃঢ় সংকল্প ও কর্ম সম্পাদন করার অভিপ্রায় ছাড়া যে সমস্ত অস্থির কুচিন্তা জেগে উঠে, সেগুলিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

২। যে ব্যক্তি কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছায় দৃঢ় সংকল্প করে ফেলেছে এবং সেই ইচ্ছার অনুকূলে কোনো কথা কিংবা কর্ম সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছে, সেই ব্যক্তি পাপী বলেই গণ্য করা হবে, যদিও সে উক্ত পাপে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পায় নি।

৩। যে সমস্ত অস্থির কুচিন্তা অন্তরে জেগে উঠে ও তার অনুকূলে কোনো কথা কিংবা কর্ম সম্পাদন করার দৃঢ় সংকল্প এবং পরিকল্পনা করা হয় ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেই সমস্ত অস্থির কুচিন্তা পাপ বলেই গণ্য করা হবে, যদিও সেগুলি দেহের ক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ পায় নি।

সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ উচিত

١٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٧٧٤، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٠٥ - (٢٢٢١)، واللفظ للبخاري).

১৭। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা তোমাদের অসুস্থকে সুস্থদের মধ্যে রাখবে না"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৭৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫-(২২২১), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। রোগ ছড়িয়ে না পড়ার জন্য প্রতিরোধমুলক সুব্যবস্থা গ্রহণের অন্তর্গত বিষয় হলো: রোগের স্থান এবং রোগীর

সংস্পর্শ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দূরে থাকা উচিত। এই বিষয়ের বৈধতার কথা এই হাদিসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় ।

২। প্রতিটি ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন নিজের নিরাপত্তা ও সুস্থতা বজায় রাখার জন্য সুব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সমস্ত ক্ষতিকর বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

৩। মানসিক এবং শারীরিক ব্যথা ও রোগ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার প্রতিরোধমুলক সুব্যবস্থা গ্রহণ করা আল্লাহর উপর ভরসা রাখার অন্তর্গত।

৪। রোগীদের সংস্পর্শের দ্বারা এক দেহ থেকে অন্য দেহে রোগ সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে; তাই রোগমুক্ত সুস্থ ব্যক্তিগণকে রোগীদের সংস্পর্শে অথবা সংমিশ্রণে না রাখা উত্তম।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ] এর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ

١٨- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"أَنَــا أَكْثَــرُ الْأَنْبِيَــاءِ تَبَعــاً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَأَنَــا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٣١- (١٩٦)،).

১৮। আনাস বিন মালিক [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "কিয়ামতের দিন সমস্ত নাবীগণের অনুগামীদের সংখ্যার চাইতে আমার অনুগামীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। এবং আমিই সর্ব প্রথমে জান্নাতের দরজা ঠক্‌ঠক্‌ করবো"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩১ - (১৯৬)]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ] এর শ্রেষ্ঠত্বের বিবরণ প্রদান করে; যেহেতু আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন

সমস্ত নাবীগণের অনুগামীদের সংখ্যার চাইতে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা অনেক বেশি করেছেন। এবং তাঁকেই সর্ব প্রথমে জান্নাতের দরজা ঠক্ঠক্ করার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

২। প্রত্যেক মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো: আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ] কে বিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন করা; যেহেতু তিনি সারা বিশ্বের সকল জাতির মানব সমাজের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

৩। যে ব্যক্তি পরকালে জান্নাত লাভ করার ইচ্ছা করবে, তার প্রতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ [ﷺ] এর অনুগামী হওয়া অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হয়ে যাবে।

আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা অপরিহার্য

١٩- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ

الـــرَّحِمَ شَـــجْنَةٌ مِـــنَ الـــرَّحْمَنِ؛ فَقَـــالَ اللَّـــهُ: مَـــنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٩٨٨).

১৯। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "আত্মীয়তার বন্ধন দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহের নিদর্শন; তাই আল্লাহ আত্মীয়তার বন্ধনকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো এবং যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে সুসম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করবে। আমিও তার সঙ্গে সুসম্পর্কের বন্ধন ছিন্ন করবো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৮৮]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা একটি মহাপাপ, এই মহাপাপ আত্মীয়স্বজনের সুসম্পর্ককে নষ্ট করে দেয় ও তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে শত্রুতা এবং হিংসা। আর মানুষের মধ্যে পারিবারিক সংযোগকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। এবং অবিলম্বে আল্লাহর শাস্তিকে ডেকে নিয়ে আসে।

২। আত্মীয়স্বজনের উপকার করার মাধ্যমে এবং তাদের কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করার মাধ্যমে, তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অপরিহার্য কাজ।

৩। বংশগত আত্মীয়স্বজন হোক অথবা বৈবাহিক সম্বন্ধের আত্মীয়স্বজন হোক, উভয় প্রকারের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গভীর সুসম্পর্ক গড়ে তোলার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদয় হওয়া উচিত

٢٠- عَـنْ سَـلْمَانَ بْـنِ عَـامِرٍ الضَّـبِّيِّ رَضِـيَ اللّـهُ عَنْـهُ قَـالَ: قَـالَ رَسُـوْلُ اللّٰهِ صَـلَّى اللّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: "اَلصَّـدَقَةُ عَلَـى الْمِسْـكِيْنِ صَـدَقَةٌ، وَعَلَـى ذِي الْقَرَابَةِ اِثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث ١٨٤٤، قَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

২০। সাল্‌মান বিন আমের আদ্‌দিব্বী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে কোনো জিনিস সদকা প্রদান করলে, সেটা দানের আওতায় আবদ্ধ হয়ে থেকে যায়, কিন্তু আত্মীয়স্বজনের কোনো ব্যক্তিকে কোনো জিনিস সদকা প্রদান করলে, সেটা শুধু মাত্র দানের

আওতায় আবদ্ধ হয়ে থেকে যায় না, বরং সেটা আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার গণ্ডিতেও শামিল হয়ে যায়"।
[সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ১৮৪৪, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

সাল্‌মান বিন আমের আদ্‌দিব্বী [ﷻ] একজন অন্যতম সাহাবী। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১৩ টি। তিনি বসরা শহরে চলে যান এবং সেখানেই তিনি মৃত্যু বরণ করেন [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। বংশগত আত্মীয়স্বজন হোক অথবা বৈবাহিক সম্বন্ধের আত্মীয়স্বজন হোক, উভয় প্রকারের আত্মীয়স্বজনের লোকজনকে নানারকম দান প্রদান করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। আত্মীয়স্বজনের লোকজনকে নানারকম দান প্রদান করার মাধ্যমে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা হয় এবং পরিবারের লোকজনের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনকে জোরদারও করা হয়।

৩। আত্মীয়স্বজনের লোকজনকে অথবা অন্যান্য লোকজনকে কোনো জিনিস দান প্রদান করার পর, তাদেরকে সেই দান প্রদানকে লক্ষ্য করে খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য ।

অমঙ্গল বস্তু থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত

٢١- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٣٦٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥٠- (٢٧٠٦)، واللفظ للبخاري).

২১। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] এই দোয়াটি বলতেন:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা থেকে, অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে ও ঋণজালে জড়িয়ে পড়া থেকে এবং লোকের তীব্র চাপ থেকে।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৬৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০ - (২৭০৬), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসের উল্লিখিত আটটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা প্রমাণ করে যে, এই আটটি জিনিস মানুষের সুখের জীবনকে নষ্ট করে দেয়।

২। এই হাদীসে পূর্বোক্ত আটটি জিনিসের বিবরণ উল্লিখিত হওয়ার কারণ হলো এই যে, এই আটটি জিনিস মানুষকে ইসলাম ধর্মীয় এবং পার্থিব জগতের অধিকার অর্জনে ও কর্তব্যসাধনে ব্যর্থ করে রাখে।

৩। প্রত্যেক মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো: নিজেকে অমঙ্গল এবং দুঃখজনক বস্তু থেকে রক্ষা করা।

নামাজের জন্য পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করা অপরিহার্য

٢٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٩٥٤، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢- (٢٢٥)، واللفظ للبخاري).

২২। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তির ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে সে ওযূ না করা পর্যন্ত, তার নামাজ আল্লাহ কবুল করবেন না”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২ - (২২৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, পবিত্রতা ছাড়া নামাজ সঠিক বলে গণ্য করা হয় না।

২। প্রতিটি ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো: নামাজ আদায় করার জন্য পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করা।

৩। সম্পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করা যায় পবিত্র পানি অথবা পবিত্র মাটির দ্বারা।

সাহাবীগণ [رضي الله عنهم] এর মর্যাদা

٢٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ؛ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيْفَهُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٦٧٣، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٢٢ - (٢٥٤١)، واللفظ للبخاري).

২৩। আবু সাঈদ আল্ খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিয়ো না; কারণ তোমাদের মধ্যে থেকে

কোনো ব্যক্তি যদি ওহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তবুও তাদের কারো এক মুদ্ (৮১২, ৫ গ্রাম অথবা ৫১০ গ্রাম) দ্রব্য ব্যয় করার সওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৭৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২ - (২৫৪১), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটির দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ [رضي الله عنهم] এর মহাসম্মান রক্ষা করা উচিত।

২। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর সাহাবীগণ [رضي الله عنهم] এর প্রতি অপমানজনক কথা বলা অথবা কর্ম সম্পাদন করা অবৈধ।

৩। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী উম্মতের মধ্যে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর সাহাবীগণ [رضي الله عنهم] এর মর্যাদা অতি শ্রেষ্ঠ।

বন্ধুর চারিত্রিক প্রভাবের বিবরণ

٢٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ؛ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٣٧٨، وسنن أبي داود، رقم الحديث ٤٨٣٣، واللفظ للترمذي، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن غريب، وقَالَ

العلامــة محمــد ناصــر الــدين الألبــاني عــن هذا الحديث أيضاً: بأنه حسن).

২৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "মানুষ স্বীয় বন্ধুর চারিত্রিক প্রভাবে প্রভাম্বিত হয়; সুতরাং তোমাদের মধ্যে হতে যে কোনো ব্যক্তি যেন বন্ধুত্ব স্থাপন করার পূর্বেই ভালো ভাবে চিন্তা করে দেখে যে, সে কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে যাচ্ছে"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৭৮, এবং সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৩৩, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটির দ্বারা এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে স্বীয় সামাজিক বন্ধু কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভালো ও মন্দ চারিত্রিক প্রভাবে প্রভাম্বিত হয়।

২। এই হাদীসটি ভালো লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং অনিষ্টকর লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

৩। ভালো লোকজনের দ্বারা ধর্মীয় ও পার্থিব জগতের কাজে কল্যাণ এবং অনিষ্টকর লোকজনের দ্বারা অমঙ্গল সাধন হয়।

আল্লাহর সর্বোত্তম জিকির

٢٥- عَـــنْ جَـــابِرِ بْـــنِ عَبْـــدِ اللَّـــهِ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْهُمَـــا، يَقُـــوْلُ: سَـــمِعْتُ رَسُـــوْلَ اللّٰهِ صَـــلَّى

اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ يَقُــــولُ: "أَفْضَــــلُ الــــذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰه، وَأَفضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ".

(جــــامع الترمــــذي، رقــــم الحــــديث ٣٣٨٣، وأيضــــا: ســــنن ابــــن ماجــــه، رقــــم الحــــديث ٣٨٠٠، قَــــالَ الإمــــام الترمــــذي عــــن هــــذا الحــــديث بأنــــه: حســــن غريــــب، وقَــــالَ العلامــــة محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني عــــن هــــذا الحديث بأنه: حسن).

২৫। জাবের বিন আব্দুল্লাহ [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: "সর্বোত্তম জিকির হলো:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ)

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য (মাবুদ) নেই। এবং সর্বোত্তম দোয়া হলো: “আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ” (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ)”।

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৮৩, এবং সুনান ইবনু মাজাহ্‌, হাদীস নং ৩৮০০, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

জাবের বিন আব্দুল্লাহ আল্‌ আন্‌সারী একজন বিখ্যাত সাহাবী। তিনি তার পিতাসহ আকাবার রাতে নাবী [ﷺ] এর সাথে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এবং বাইয়াতে রিজওয়ানেও তিনি উপস্থিত [শামিল] ছিলেন। তিনি বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ১৫৪০ টি। তিনি সন ৭৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। যে ব্যক্তি তার প্রভু মহামহিমান্বিত পরাক্রমশালী আল্লাহকে যত ভালোবাসবে, সে ব্যক্তি তার প্রভু তথা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের স্মরণে ততই মগ্ন থাকবে।

২। মহামহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, তাঁর নৈকট্যলাভের একটি মাধ্যম।

৩। এই পবিত্র কালেমা তয়্যিবাঃ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ) একত্ববাদের বা তাওহীদের কালেমা, এর সমতুল্য কোনো পবিত্র বাণী নেই; তাই এই পবিত্র কালেমা তয়্যিবাকে সর্বোত্তম জিকির বলা হয়েছে।

৪। আল্লাহর মহাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সুন্দর প্রশংসার বাণী হলোঃ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা

আল্লাহর জন্য); তাই এই বাণীকে সর্বোত্তম দোয়া বলা হয়েছে।

নামাজে তাশাহ্হুদ পাঠের বিবরণ

٢٦- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَقُوْلُ: التَّحِيَّةُ فِي الصَّلاَةِ، وَنُسَمِّيْ، وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ؛ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ: "قُوْلُوْا : اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ؛ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ؛ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ، فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث١٢٠٢،
وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ٥٥- (٤٠٢)،
واللفظ للبخاري).

২৬। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা নামাজের মধ্যেই বলতাম: আত্তাহিয়্যাতু এবং পরস্পরের নাম উল্লেখ করে পরস্পরকে সালাম দিতাম; ফলে এই সব কথা শুনে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাদেরকে বললেন, তোমরা সবাই বলবে:

"اَلتَّحِيَّـــاتُ لِلَّـــهِ، وَالصَّـــلَوَاتُ وَالطَّيِّبَـــاتُ، اَلسَّـــلاَمُ عَلَيْـــكَ أَيُّهَـــا النَّبِـــيُّ وَرَحْمَـــةُ اللهِ وَبَرَكَـاتُــهُ، اَلسَّـــلاَمُ عَلَيْنَـــا وَعَلَـــى عِبَـــادِ اللهِ الصَّـــالِحِيْنَ، أَشْـــهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ".

(অর্থ: “যাবতীয় মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতসহ সকল প্রকারের বড়ত্ব আল্লাহর জন্য। হে নাবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। আর আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎবান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ বা উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ [ﷺ] আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল”)।

সুতরাং তোমরা যখন এই দোয়াটি পাঠ করবে, তখন আসমান ও জমিনে সকল পুণ্যবান ব্যক্তির প্রতি সালাম পেশ করা হবে”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২০২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫ - (৪০২), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, তিনি ওই সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে একজন, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক

যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন । তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মর্যাদা সম্পন্ন ও ফাকীহ এবং কুরআন তেলাওয়াতে সর্বোত্তম কারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৮৪৮ টি। রাসূল [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে তিনি যোগদান করেছেন। রাসূল [ﷺ] এর মৃত্যুবরণের পর শামদেশে ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ওমার [رضي الله عنه] তাঁকে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা প্রদানের জন্য কূফা শহরে প্রেরণ করেছিলেন। ওসমান বিন আফ্‌ফান [رضي الله عنه] তাঁকে সেখানে আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। ওসমান বিন আফ্‌ফান তাঁকে আবার মদীনায় আসতে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন । তিনি মদীনায় সন ৩২ হিজরীতে ৬০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এবং মদীনার বিখ্যাত আল্‌বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটির মধ্যে রয়েছে সুমহান পবিত্র আল্লাহকে সম্মানের সহিত অভিবাদন পেশ করার পদ্ধতি।

২। এই হাদীসটির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদকে সম্মানের সহিত কিয়ামত পর্যন্ত সালাম পেশ করার নিয়ম। আর সেই নিয়মটি হলো:

"اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ".

(অর্থ: হে নাবী! আপনার প্রতি সর্বপ্রকার শান্তি এবং আল্লাহর করুণা ও কল্যাণ অবতীর্ণ হোক।) পাঠ করা।

৩। ইসলামের নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক বিষয় বা সঠিক আকীদা (ধর্মীয় মতবাদ), বাহ্যিক বিধি-বিধান এবং চারিত্রিক আদব-কায়দার প্রকৃত উৎস হলো:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه".

(অর্থ: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ [ﷺ] আল্লাহর সত্য রাসূল)।

৪। পুণ্যবান সে ব্যক্তিকে বলা যাবে, যে ব্যক্তি ইসলামের আইন বা নিয়ম অনুযায়ী নিজের অধিকারের সংরক্ষণ করবে এবং কর্তব্য পালনে তৎপর থাকবে ।

পানাহারে সংযম হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٢٧- - عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَا ملَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ؛ فثُلُثٌ لِطَعَامِهِ؛ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ؛ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٢٣٨٠،

وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٣٤٩،

واللفـظ للترمـذي، قَـالَ الإمـام الترمـذي عـن هـذا الحـديث بأنـه: حسـن صـحيح، وقَـالَ العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني عـن هذا الحديث أيضاً: بأنه صحيح).

২৭। মিকদাম বিন মাদীকারেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেছেন: "মানুষ উদরের চাইতে বেশি খারাপ কোনো পাত্র পূর্ণ করে নি। মানুষের জন্য কয়েক কবল বা লোকমা খাবারই যথেষ্ট যা তার মেরুদণ্ডকে সোজা করে রাখবে। আর যদি কয়েক কবল বা লোকমার কিছু বেশি খেতেই হয়, তাহলে উদরের এক তৃতীয়াংশ খাদ্যদ্রবের জন্য, আর এক তৃতীয়াংশ পানীয় দ্রব্যের জন্য এবং অন্য আর এক তৃতীয়াংশ শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৮০, এবং সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৩৩৪৯, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে

তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আবু কারীমাহ মিকদাম বিন মাদীকারেব্ বিন আম্‌র্ আল্‌কিন্দী [رضي الله عنه] একজন অন্যতম সাহাবী। তিনি হিম্‌স্ শহরে অবস্থান করেন। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর খিদমতে যে সমস্ত প্রতিনিধিদল স্বেচ্ছাক্রমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আগমন করেছিলেন, সেই সমস্ত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি উপস্থিত হয়ে ছিলেন।

তিনি ইসলামী বিজয়ের সমস্ত যুদ্ধে যোগদান করেন। শামদেশ ও ইরাক বিজয়ের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমূকে এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন নি। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হলো ১৩ টি। তাঁকে শামদেশী

হিসেবে গণ্য করা হয়। এবং শাম দেশেই তিনি সন ৮৭ হিজরীতে ৯১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি পানাহারের বিষয়ে সংযম হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে; যাতে স্বাস্থের এবং আত্মার বিশুদ্ধতা বজায় থাকে। তাই মুসলিম ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি করে পানাহার করা উচিত নয়।

২। পরিতৃপ্ত হওয়া এবং খাদ্য খেয়ে পেট পূর্ণ হওয়ার দ্বারা আলস্য ও নানা প্রকারের রোগ সৃষ্টি হয়, ইবাদত উপাসনা থেকে বিমুখ এবং বেকারত্ব ও পাপের দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

৩। পানাহারের সময় ইসলামী আদব-কায়দা মেনে চলা উচিত। এবং অতি লোভী হওয়া উচিত নয়; কেন না ইসলাম ধর্মে লোভ করা পছন্দনীয় বা প্রশংসনীয় আচরণ নয়।

যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথমে নেওয়া হবে

٢٨- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ اَلصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ".

(سنن النسائي، رقم الحديث ٣٩٩١، قَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

২৮। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “মুসলিম ব্যক্তির আমলের মধ্যে থেকে যে আমলটির হিসাব সর্বপ্রথমে নেওয়া হবে সেটি হলো নামাজ এবং সকল মানুষের মধ্যে যে অপরাধের সর্বপ্রথমে বিচার করা হবে সে বিষয়টি হলো হত্যাকাণ্ডের বিষয়”।

[সুনান্ নাসায়ী, হাদীস নং ৩৯৯১, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভক্তিসহকারে ভয় করা ও তাঁর নৈকট্যলাভের সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো নামাজ।

২। ইসলাম ধর্মে নামাজ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত; তাই প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির নামাজের জন্য মনোযোগী এবং যত্নবান হওয়া অপরিহার্য।

৩। ইসলাম ধর্ম মানুষকে সম্মানিত করেছে; তাই মানুষের জীবনের সংরক্ষণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। সুতরাং আল্লাহর নির্ধারিত ও যথার্থ কারণ ছাড়া আল্লাহ যাকে হত্যা করা অবৈধ করে দিয়েছেন, তাকে হত্যা করা বৈধ নয়।

মানবাধিকার সংরক্ষণের সুব্যবস্থা

٢٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا؛ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٩٥٢).

২৯। আনাস [﵁] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “তোমার ভাইকে তুমি সাহায্য করবে, সে নির্যাতক ব্যক্তি হোক অথবা নির্যাতিত ব্যক্তি হোক; তাই একজন সাহাবী বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বলুন: নির্যাতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবো, এই কথা বুঝতে পারলাম

কিন্তু নির্যাতক ব্যক্তিকে কি ভাবে সাহায্য করবো? উত্তরে আল্লাহর রাসূল বললেন: “নির্যাতক ব্যক্তিকে নির্যাতন করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, এটাই হলো তাকে সাহায্য করা”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৫২]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম ধর্মের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার মধ্যে হতে একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, ইসলাম ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার ধর্ম।

২। ইসলাম ধর্ম মানবাধিকারের সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

৩। এই হাদীসটি সকল প্রকারের ও সকল বিভাগের নির্যাতন হারাম বলে ঘোষণা করে।

প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় পঠনীয় দোয়া

٣٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ: يَقُوْلُ: "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، وَإِذَا أَمْسَى؛ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٣٣٩١، وسنن ابن ماجه، رقم الحديث ، واللفظ للترمذي، قال الإمام الترمذي عن هذا

الحـــــديث بأنـــــه: حـــــديث حســـــن، وقــــال العلامـــة محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني عـــن هذا الحديث بأنه: صحيح).

৩০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর সাহাবীগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলতেন: "তোমাদের মধ্যে হতে যখন কোনো ব্যক্তি প্রভাতে উপনীত হবে, তখন সে এই দোয়াটি বলবে:

"اَللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমরা তোমার সহিত প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি, তোমার সহিত সায়ংকালে উপনীত হয়েছি, তোমার সহিত জীবনযাপন করছি, তোমার ইচ্ছার সহিত মৃত্যুবরণ করবো এবং তোমারই পানে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো"।

রাসূলুল্লাহ [ﷺ] আরো বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে হতে যখন কোনো ব্যক্তি সন্ধ্যায় উপনীত হবে, তখন সে এই দোয়াটি বলবে:

اَللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমরা তোমার সহিত সায়ংকালে উপনীত হয়েছি, তোমার সহিত প্রত্যুষে উপনীত হয়েছি, তোমার সহিত জীবনযাপন করছি, তোমার ইচ্ছার সহিত মৃত্যুবরণ করবো এবং কিয়ামতের দিনে তোমারই পানে আমরা পুনরুত্থিত হবো"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৯১, এবং সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৩৮৬৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন তার প্রভু আল্লাহর সাহায্যে ও তাঁর উপর ভরসা রেখে তাঁর স্মরণে মগ্ন থাকে।

২। এই দোয়াটি মুখস্থ করা এবং প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধায় যত্নসহকারে পাঠ করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

৩। ইসলাম ধর্মের এই আকীদাটি বা মতবাদটি বিশ্বাস করা অপরিহার্য বিষয় যে, প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুবরণ করার পর আল্লাহরই পানে প্রত্যাবর্তন করতে হবে; সুতরাং কোনো মানুষের জন্য আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করার মর্যাদা

٣١- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِحَمْدِهِ؛ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٣٤٦٤، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن غريب صحيح, وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه: صحيح).

৩১। জাবের বিন আব্দুল্লাহ [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তি বলবে:

"سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِحَمْدِهِ".

(অর্থ: “আমি সুমহান আল্লাহর প্রশংসার সহিত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি”)।

সে ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি খেজুরের গাছ লাগানো হবে”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৪৬৪, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব ও সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যখনই সময় পাবে তখনই যেন তার প্রভু আল্লাহকে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতার ঘোষণার সহিত স্মরণ করতে থাকে।

২। এই হাদীসটি "سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِحَمْدِهِ" এই শব্দগুলির দ্বারা সুমহান আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করার মর্যাদা প্রকাশ করে।

৩। এই হাদীসটির মধ্যে খেজুরের গাছের উল্লেখ এই জন্য এসেছে যে, খেজুরের গাছের উপকার খুব বেশি এবং এর ফলও খুব ভালো।

মহাকালকে গালি দেওয়া অবৈধ

٣٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ؛ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٥- (٢٢٤٦)،).

৩২। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা মহাকালকে গালি দিয়ো না; কেন না মহাকাল তো আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫ - (২২৪৬)]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, সে اَلدَّهْرُ আদ্ দাহ্র্কে অথবা মহাকালকে গালি দিবে অথবা অভিসম্পাত করবে কিংবা কোনো সমস্যার কারণে অথবা কোনো বিপদের কারণে হতাশ হয়ে বলবে: হায়রে কালের নৈরাশ্য! কেন না মহাকালটিও আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তার

নিজেস্ব কোনো প্রভাব নেই; যেহেতু সে সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। অতএব মানুষ স্বাধীনভাবে যে সমস্ত কাজ ও কর্ম সম্পাদন করবে, সে সমস্ত কাজ ও কর্মের দায়ীত্ব তাকেই বহন করতে হবে।

২। এই হাদীসটির মধ্যে (اَلدَّهْرُ অর্থাৎ: মহাকাল) এর অর্থ হিসেবে যদি সুমহান প্রভু আল্লাহকে বুঝানো হয়, তা হলে اَلدَّهْرُ আদ্ দাহ্‌র্ এর অর্থ হবে সর্ব প্রথম অস্তিত্বশীল আল্লাহ; সুতরাং তাঁর পূর্বে কোনো বস্তু ছিলনা; তাই তিনিই কেবল মাত্র চিরন্তন সত্য অনাদি।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন সকল প্রকারের বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করে। এবং সাধ্যানুসারে নিজেকে, নিজের পরিবার ও সন্তানসন্ততিকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করে।

একটি মহাদোয়া

٣٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: كَانَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْكُتُ بَيْنَ التكبيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً ٠٠٠ فَقُلْتُ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُوْلُ؟ قَالَ: "أَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمغربِ، اَللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث ٧٤٤، وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ١٤٧ - (٥٩٨)، واللفظ للبخاري).

৩৩। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল [ﷺ] তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নামাজ আরম্ভ করার পর হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন ... তাই আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হন, তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নামাজ আরম্ভ করার পর হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত কিছুক্ষণ চুপ থাকা অবস্থায় আপনি কি পাঠ করেন? তিনি উত্তর প্রদান করে বললেন: "আমি এই দোয়াটি পাঠ করি:

"اَللَّهُـــمَّ بَاعِـــدْ بَيْنِـــيْ وَبَـــيْنَ خَطَايَـــايَ، كَمَـــا بَاعَـــدْتَ بَـــيْنَ الْمَشْـــرِقِ وَالمغـــربِ، اَللَّهُـــمَّ نَقِّنِـــي مِـــنَ الْخَطَايَـــا كَمَـــا يُنَقَّـــى الثَّـــوْبُ الْـــأَبْيَضُ مِـــنَ

الـــدَّنَسِ، اَللَّهُــمَّ اغْسِــلْ خَطَايَــايَ بِالْمَــاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ".

অর্থ: "হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার পাপগুলির মধ্যে এমনভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমনভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপ হতে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত পাপ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিন"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৭ -(৫৯৮), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন যত্নসহকারে এই মহাদোয়াটি মুখস্থ করার জন্য আগ্রহী হয়।

২। নাবী কারীম [ﷺ] এর অনুসরণের জন্য তাকবীরে তাহরীমার পরে এবং সূরা ফাতিহার কিরাআত শুরু করার পূর্বে এই দোয়াটি পাঠ করার বৈধতা এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয়।

৩। সকল প্রকারের পাপ এবং পাপের স্থান পরিত্যাগ করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

বিপদের দ্বারা পাপ মোচন করা হয়

٣٤- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "ما يُصيبُ المُسلِمَ، مِن نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ

حُـــــزْنٍ وَلاَ أذًى وَلاَ غَـــــمٍّ، حَتَّـــــى الشَّـــــوْكَةِ يُشَاكُها ، إِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِن خَطَايَاهُ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث ٥٦٤١، وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ٥٢ - (٢٥٧٣)، واللفظ للبخاري).

৩৪। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “কোনো ঈমানদার মুসলিম ব্যক্তির উপর যে ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, দুঃখ, কষ্ট, অনিষ্ট এবং মর্মপীড়া নিপতিত হয়ে থাকে, এমনকি তার শরীরে যে কাঁটা ফোঁড়ে বা বিঁধে, এই সব ক্ষতিকর বস্তুর দ্বারা তার পাপগুলিকে আল্লাহ মোচন করে দেন”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৬৪১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২ -(২৫৭৩), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রতিটি মানুষের উপর কোনো না কোনো বিপর্যয় ও বিপদ নিপতিত হয়েই থাকে; তাই বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে নিরাপদ থাকার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত।

২। এই হাদীসটি এবং এই ধরণের যত হাদীস রয়েছে সবগুলিই ঈমানদার মুসলিমগণের জন্য মহাসুসংবাদ বহন করে; কেননা এই পার্থিব জগতের বিপর্যয় ও বিপদ থেকে তারা কোনো সময় মুক্ত নয়; সুতরাং এই বিপর্যয় ও বিপদের দ্বারা তাদের পাপগুলি মোচন করে দেওয়া হয় এবং আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদাও উচ্চ করে দেওয়া হয়।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন তার উপর বিপর্যয় ও বিপদ নিপতিত হওয়ার সময় এবং তার আগেও আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা এবং সুস্থতা প্রাথনা করে।

পোশাকের আদবকায়দা

٣٥ - عَنْ عَلِيِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُوْلُ: إِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيْرًا؛ فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا؛ فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٠٥٧، وجامع الترمذي، رقم الحديث ١٧٢٠، واللفظ لأبي داود، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح، وقال العلامة محمد ناصر

الـــدين الألبـــاني عـــن هـــذا الحـــديث أيضـــا : بأنـــه

صحيح).

৩৫। আলী বিন আবু তালেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আল্লাহর নাবী [ﷺ] ডান হাতে রেশম নিলেন এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন, অতঃপর বললেন: “এই দুইটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম”।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪০৫৭, এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৭২০, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবুল হাসান আলী বিন আবু তালেব বিন আব্দুল মুত্তালিব আল্ হাশিমী আল্ কুরাশী হিজরী সালের ২৩ বছর পূর্বে রজব মাসের ১৩ (১৭ / ৩ / ৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখে

জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহর রাসূলের চাচাতো ভাই এবং জামাতা বা জামাই।

বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে তিনিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ যখন আল্লাহর রাসূল [ﷺ] কে হিজরত করে মদীনা যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন, তখন আলী [رضي الله عنه] নিজের জীবন ও আত্মাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল [ﷺ] এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়ে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর বিছানায় শয়ন করেছিলেন। তাই কুরাইশ বংশের লোকজন ভেবেছিলেন যে, আল্লাহর রাসূল [ﷺ] নিজের বিছানায় শুয়ে আছেন। তাই পরবর্তী সময়ে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে তাঁদেরকে ধোঁকার মধ্যে পড়তে হয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর পরিবর্তে তাঁর বিছানায় আলী [رضي الله عنه] শুয়ে আছেন, তখন তাঁরা আলী [رضي الله عنه] কে অন্যায়ভাবে কষ্ট দিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আলী [رضي الله عنه] তাঁদেরকে কোনো পরোয়া করেন নি। এবং যে সমস্ত লোকের আমানত আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর নিকটে ছিলো, সেই সমস্ত লোকের

আমানত আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর উপদেশ অনুসারে তাঁদেরকে ফেরত দেওয়ার কাজে রত হয়ে গিয়েছিলেন।

আলী [رضي الله عنه] এর চেহারা দেখতে অতি সুন্দর ছিলো, এমন মনে হতো যে, তিনি যেন পূর্ণিমা রাতের একটি সুন্দর চাঁদ। তিনি ইসলামী রীতিনীতি অনুসারে বাদী-বিবাদীর মধ্যে সঠিক ফায়সালা, ফতোয়া প্রদান, পবিত্র কুরআনের সঠিক জ্ঞান, ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ প্রদানে বিখ্যাত ছিলেন। যেমনকি তিনি বীরত্ব, শক্তি, পরোপকার, প্রখর বুদ্ধি, বক্তৃতা এবং অলঙ্কারপূর্ণ ভাষাজ্ঞানের বিষয়গুলিতেও ছিলেন বিখ্যাত। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৫৩৬ টি।

তিনি নাবী কারীম [ﷺ] এর সাথে সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তবে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর উপদেশ অনুযায়ী তিনি শুধুমাত্র তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। কেন না আল্লাহর রাসূল [ﷺ] সেই সময় নিজের পরিবার-পরিজনের সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

যে দশজন সাহাবী জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদ এই দুনিয়াতেই পেয়েগেছেন, সেই দশজন সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত তিনি একজন। তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলিফা। যেহেতু তিনি ওসমান বিন আফ্ফান [ﷺ] এর শাহাদত বরণ করার পর মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার জন্য মদীনাতে বায়আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর কূফা শহরকে তিনি মুসলিম জাহানের রাজধানী নির্ধারণ করেন। তাঁর খেলাফত পাঁচ বছর তিন মাস ছিলো। তাঁর আমলে সারা মুসলিম জাহানে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবস্থাটিই ছিলো বিরাজমান। একজন বিদ্রোহীর হাতে তিনি ফজরের নামাজে সন ৪০ হিজরীতে (৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে) রমাজান মাসে শাহাদতবরণ করেন [ﷺ]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলিম পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম বা অবৈধ; তাই মুসলিম পুরুষদের উচিত যে, তারা যেন রেশম ও স্বর্ণ

ব্যবহার বর্জন করে। কেন না এইগুলির ব্যবহার মুসলিম পুরুষদের মধ্যে সৃষ্টি করে অহঙ্কার, গৌরব, বিলাসিতা এবং অপচয়। তবে হ্যাঁ নারীদের জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

২। ইসলাম ধর্ম মুসলিম নারীদের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা বৈধ করেছে। সুতরাং তারা রেশমের পোশাক ও স্বর্ণের গয়না অথবা অলঙ্কার ব্যবহার করতে পারে। কেননা রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার তাদের জন্য সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের সরঞ্জাম ও নিদর্শন। তবে তাতে যেন অপচয় ও অপব্যয় না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন ইসলামের রীতিনীতির অনুসরণ করে এবং জীবনের পোশাকের ব্যাপারে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে অপচয় ও অহঙ্কারের হাবভাব থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম হলো রোজা

٣٦- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! مُرْنِيْ بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللّٰهُ بِهِ؛ قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ؛ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ".

(سنن النسائي، رقم الحديث ٢٢٢١، قَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৩৬। আবু উমামা আল্‌বাহেলী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলেছিলাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি সৎকর্মের উপদেশ প্রদান করুন, যার দ্বারা আল্লাহ আমার মঙ্গল করবেন। তিনি উত্তর প্রদান করে বলেছিলেন: "তুমি বেশি বেশি রোজা রাখবে; কেন না রোজার সমতুল্য আর কোনো উত্তম সৎকর্ম নেই"।

[সুনান্ নাসায়ী, হাদীস নং ২২২১, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আবু উমামা সুদায় বিন আজ্লান বিন অহ্ব্ আল্বাহেলী [ﷺ] একজন সম্মানিত ধর্মপরায়ণ সাহাবী। সাহাবীগণের মধ্যে তিনি একজন বড়ো যোদ্ধা ছিলেন; জেহাদ করতে খুব ভালো বাসতেন; তাই তিনি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে থেকে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে তাঁর বৃদ্ধা মাতার সেবা যত্নের জন্য তিনি আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর উপদেশ অনুসারে শুধুমাত্র বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের সঙ্গে থেকেও তাঁদের যুগে সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২০৫ টি। তিনি শামদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন এবং শামদেশের মাটিতেই তিনি হিম্স্ শহরে সন ৮১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন [ﷺ]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম ধর্মে রোজা হলো একটি মহাউপাসনা বা ইবাদত; তাই মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন বেশি বেশি রোজা রাখার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে।

২। এই হাদীসটি মুসলিম ব্যক্তিকে বেশি বেশি রোজা রাখার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছে। এবং রোজা রাখার কষ্ট ও জটিলতার বিষয়টিকে অতি সহজ করে দেখাচ্ছে।

৩। সুমহান আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর পুণ্যফল লাভের একটি উত্তম মাধ্যম হলো রোজা; কেন না ধৈর্যশীল রোজাদার ব্যক্তিকে আল্লাহ রোজার বেহিসাব পুণ্য প্রদান করবেন।

ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম

٣٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ؛

فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٧٦ - (٢٨١٦)، واللفظ للبخاري).

৩৭। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “নিশ্চয় ইসলাম ধর্ম প্রকৃতপক্ষে সহজ ধর্ম; তাই যে ব্যক্তি ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে কাঠিন্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি অপারক হয়ে যাবে; সুতরাং শ্রেষ্ঠতর পন্থায় ইসলাম ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে নিয়োজিত থাকতে না পারলে, কমপক্ষে তার নিকটবর্তী স্তরে মধ্যপন্থায় থাকার চেষ্টা করো এবং এই পন্থায় পুণ্য অর্জনের সুসংবাদ গ্রহণ করো। আর এই

পুণ্য অর্জনের জন্যে ইসলাম ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতে সকাল-বিকাল ও রাত্রের কিছু অংশে নিয়োজিত থাকো"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬ -(২৮১৬), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। ইসলাম মধ্যপন্থার ধর্ম, সুতরাং এই ধর্মের মধ্যে কোনো প্রকার কঠোরতা অথবা অতিরিক্ততা নেই।

২। যে ব্যক্তি ধর্মের কোনো কর্মে কিংবা ইবাদাতের বিষয়ে কাঠিন্য অবলম্বন করবে এবং সুষমতা ও মধ্যপন্থা বর্জন করবে, সে ব্যক্তি ধর্মের কর্মে কিংবা ইবাদাতের যে কোনো বিষয়ে অপারক হয়ে নিবৃত্ত হয়ে যাবে।

৩। ইসলাম ধর্মে ইবাদত, আল্লাহর দিকে দাওয়াত, প্রতিপালন, শিক্ষাদান, লেনদেন এবং ধর্মের ও পার্থিব জগতের সকল বিষয়ে মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করাটাই হলো ইসলাম ধর্মের পদ্ধতি।

ঢেকুর নিঃসারিত করার আদবকায়দা

٣٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَقَالَ: "كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا؛ فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِيْ دَارِ الدُّنْيَا".

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٣٣٥٠، وجامع الترمذي، رقم الحديث ٢٤٧٨،

واللفـظ لابـن ماجـه، وقـال الإمـام الترمـذي عـن هـذا الحـديث بأنـه: حسـن غريـب، وقـال العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني عن هذا الحديث أيضا بأنه: حسن).

৩৮। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] এর নিকটে একজন লোক ঢেকুর নিঃসারিত করলো; তাই আল্লাহর নাবী সেই লোকটিকে বললেন: আমার কাছে তুমি তোমার ঢেকুর নিঃসারিত করা বন্ধ করো; তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি এই পার্থিব জগতে পেট পূর্ণ করে বেশি খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন বেশি অনাহারে থাকবে"।

[সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৩৩৫০, এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৭৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্‌আল্‌বাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আব্দুল্লাহ বিন ওমার ইবনুল খাত্তাব একজন সম্মানিত সাহাবী। তিনি নাবালক অবস্থাতেই তাঁর পিতা দ্বিতীয় খলিফা ওমার ইবনুল খাত্তাব [ﷺ] যখন ইসলামগ্রহণ করেন তখনই ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। তিনি সর্বপ্রথমে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সাথে আরোও সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মিশর, শামদেশ, ইরাক, বসরা ও পারস্যের বিজয়েও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সুদর্শন, সাহসী ও সত্য প্রকাশকারী সাহাবীগণের মধ্যে জ্ঞানী এবং বিদ্যান হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ২৬৩০ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইবাদত ও পরহেজগারিতায় ছিলেন অনুকরণীয় সাহাবী। তিনি সন ৭৩ হিজরীতে ৮৬ বছর বয়সে মক্কায় মৃত্যুবরণ করেন।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, লোকের সামনে উচ্চস্বরে ঢেকুর নিঃসারিত করা একটি ঘৃণিত বিষয়; কেন না উচ্চকণ্ঠে ঢেকুর নিঃসারিত করার শব্দটি হলো অরুচিকর শব্দ। তাই এই আচরণটি বর্জন করা উচিত।

২। মুসলিম ব্যক্তির জন্য বেশি বেশি করে পানাহার করা উচিত নয়। কেন না বেশি পানাহার তাকে উদ্যম, জ্ঞান, কর্ম, ইবাদত উপাসনা এবং সৎ কাজ থেকে বিমুখ করে রাখে।

৩। মানুষের মান মর্যাদা নির্ণয় করা হয় তার কর্ম, উৎপাদন এবং সঠিক ধ্যান ধারণার কারণে, বেশি পানাহার ও বেশি ঘুমের কারণে নয়।

৪। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির অপরিহার্য বিষয় হলো এই যে, সে যেন পানাহারের বিষয়ে সংযম হয় এবং অর্থ মধ্যপন্থায় ব্যায় করে; যাতে সে অভাবগ্রস্ত হয়ে মানুষের সামনে হাত প্রসারিত না করে।

নামাজে সঠিক পদ্ধতিতে সিজদা করা অপরিহার্য

٣٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اعْتَدِلُوْا فِيْ السُّجُوْدِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكم ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث٨٢٢، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٣٣- (٤٩٣)، واللفظ للبخاري).

৩৯। আনাস বিন মালিক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: “তোমরা সঠিক পদ্ধতিতে সিজদা করবে। তোমাদের কেউ যেন তার উভয় হাতকে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে প্রসারিত না করে”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮২২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩ -(৪৯৩), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সঠিক পদ্ধতিতে সিজদা করার গুরুত্ব বর্ণনা করছে এই হাদীসটি; সুতরাং নামাজী মুসলিম ব্যক্তি নামাজ আদায়ের সময় নামাজে বাঁকা হয়ে অথবা ডান কিংবা বাম দিকে বক্র হয়ে সিজদা করবে না, বরং সঠিক পদ্ধতিতে সিজদা করবে।

২। নামাজী মুসলিম ব্যক্তি নামাজ আদায়ের সময় সঠিক পদ্ধতিতে সিজদা করবে, তথা প্রতি সিজদার সময় মুসল্লী তার উভয় হাতের তালু মাটিতে রাখবে, কিন্তু তার উভয় বাহুকে মাটির ঊর্ধ্বে রাখবে। তবে দুই বাহুকে বেশি প্রসারিত করে ডান কিংবা বাম দিকের কোনো মুসল্লীকে কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকবে।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির অপরিহার্য বিষয় হলো এই যে, সে যেন নামাজের নিয়ম পদ্ধতির সঠিক জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে ও কিছু সময় লাগায়; যাতে সঠিক পদ্ধতিতে বিনয় নম্রতা ও স্থিরতা বজায় রেখে নামাজ আদায়ের বিধি বিধানের জ্ঞান অর্জন করতে পারে।

ইহকাল ও পরকালে সর্বপ্রকার সুখদায়ক দোয়া

٤٠- عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ اَلْأَشْجَعِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلَاَةَ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَؤُلَاَءِ الْكَلِمَاتِ: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣٥- (٢٦٩٧)،).

৪০। তারেক বিন আশ্‌ইয়াম আল্‌আশ্‌জায়ী [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, যখন কোনো লোক ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করতো, তখন নাবী কারীম [ﷺ] তাকে সঠিক পদ্ধতিতে নামাজ আদায়ের বিধি বিধান শিক্ষা দিতেন, অতঃপর এই দোয়াটি পাঠ করার নির্দেশ দিতেন:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِيْ، وَارْزُقْنِيْ".

অর্থ:"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সুখদায়ক সৎপথে (ইসলাম ধর্মেই) পরিচালিত করুন, আমাকে সুস্থতা প্রদান করুন এবং আমাকে রুজি দান করুন"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫ -(২৬৯৭)]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

তারেক বিন আশ্ইয়াম বিন মাস্উদ আল্আশ্জায়ী আল কূফী [رضي الله عنه] একজন আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর সাহাবী।

তিনি হলেন আবু মালেক সায়াদ বিন তারেক আল্আশ্জায়ীর পিতা। আবু মালেক এর নাম হলো সায়াদ। এই সাহাবীকে কূফাবাসীদের মধ্যে গণ্য করা হয়। তার কাছ থেকে তাঁর ছেলে আবু মালেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৪ টি [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই দোয়াটির মধ্যে প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির ইহকাল ও পরকালের জন্য রয়েছে সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি এবং নিরাপত্তার উপকরণ।

২। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন আল্লাহর নাবীর উপদেশ অনুযায়ী দোয়া করে; কেন না এই দোয়া তো তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিতে পারবে।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য উত্তম বিষয় হলো এই যে, সে যেন আল্লাহর কাছে আশা ও ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্ঠাবান হয়ে দোয়া করতে থাকে।

ইসলাম ও তার শিক্ষা যুক্তি প্রমাণসহ প্রচার করার গুরুত্ব

٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٦- (٢٦٧٤)،).

৪১। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তি সুখদায়ক সৎপথ ইসলাম ধর্ম কিংবা তার বিধি-বিধানের দিকে আহ্বান করবে, তার জন্য রয়েছে পুণ্য, তার আহ্বানের অনুসরণকারীগণের পুণ্য

সমতুল্য, কিন্তু তাদের পুণ্যে কোনো প্রকার হ্রাস করা হবে না।

আবার যে ব্যক্তি সুখদায়ক সৎপথ ইসলাম ধর্ম কিংবা তার বিধি-বিধানের বিপরীত পথের দিকে আহ্বান করবে, তার জন্য রয়েছে পাপ, তার আহ্বানের অনুসরণকারীগণের পাপ সমতুল্য, কিন্তু তাদের পাপে কোনো প্রকার হ্রাস করা হবে না"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬ -(২৬৭৪)]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি ইসলাম ধর্ম ও তার শিক্ষা যুক্তি প্রমাণসহ প্রচার করার গুরুত্ব বর্ণনা করছে।

২। সুমহান আল্লাহর প্রতি আহ্বান তথা ইসলাম ধর্ম ও তার শিক্ষা প্রচারের মাধ্যম এবং পদ্ধতি প্রত্যেক পরিবেশ এবং সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠ, বৈধ ও প্রভাবশালী হওয়া উচিত।

৩। ইসলাম ধর্মীয় মতবাদ বা আকীদা, বিধি-বিধান এবং সৎ চরিত্র অথবা ভালো আচরণের নিদর্শনগুলিকে বিনষ্ট করার প্রতি আহ্বান করা হতে এই হাদীসটি কঠোরভাবে সতর্ক করছে ।

ইসলাম ধর্মে মজলিসের আদবকায়দা

٤٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٢٦٩، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢٧ - (٢١٧٧)، واللفظ للبخاري).

৪২। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম [ﷺ] হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার স্থান থেকে উঠিয়ে সেখানে না বসে"।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৬৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭ -(২১৭৭), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩৮ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন মজলিসের ইসলামী আদবকায়দার অনুসরণ করে এবং কোনো ব্যক্তির সঙ্গে বেআদবি ও অশিষ্টতা না করে।

২। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে,মজলিসের ইসলামী আদব-কায়দার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো: কোনো মুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে

বেআদবি না করা; কেন না এর দ্বারা সমাজের লোকজনের মধ্যে ঘৃণা ও শত্রুতার ভাব ছড়িয়ে পড়বে।

ইসলাম ধর্মে ভালো মন্দ স্বপ্ন দেখার আদবকায়দার বিবরণ

٤٣- عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ، وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ؛ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٢٩٢، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٢ - (٢٢٦١)، واللفظ للبخاري).

৪৩। আবু কাতাদাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে; তাই তোমাদের মধ্যে কেউ যখন খারাপ বা মন্দ এবং ভীতিজনক স্বপ্ন দেখবে, তখন সে যেন তার বাম দিকে থুতু ফেলে দেয় এবং আল্লাহর নিকটে শয়তানের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে; তা হলে এই দুঃস্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৯২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২ -(২২৬১), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু কাতাদাহ বিন রিব্য়ী আল আনসারী একজন মহাগৌরবময় সাহাবী। তিনি ইসলামের বড়ো বড়ো যুদ্ধ ও অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং নাবী কারীম [ﷺ] এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজে পাহারা দিতেন ও তত্ত্বাবধান করতেন। ওমার [رضي الله عنه] তাঁকে পারস্যের যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত

করে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সেই দেশের বাদশাহকে নিজ হাতে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান ও তারিখের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। বলা হয়েছে যে, তিনি সন ৩৮ হিজরীতে কূফা শহরে মৃত্যুবরণ করেন এবং আলী [رضي الله عنه] তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। আবার একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি মদীনায় সন ৫৪ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটি ভালো মন্দ স্বপ্ন দেখার কতকগুলি আদবকায়দার বিবরণ পেশ করছে। সুতরাং কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন কোনো মন্দ স্বপ্ন দেখবে, তখন সে স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না এবং আল্লাহর নিকটে শয়তানের ও মন্দ স্বপ্নের অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং সে তার বাম দিকে তিন বার থুতু ফেলবে; তা হলে এই দুঃস্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং তার অন্তরে শান্তি আসবে সুতরাং সে দুশ্চিন্তায় ও অস্থিরতায় পড়বে না।

২। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন স্বপ্নের ব্যাপারে এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ব্যাপারে শয়তানের কুমন্ত্রণার দিকে লক্ষ্য না করে। কেন না সে তো মুসলিম ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়ার জন্য নানা রকম কষ্টদায়ক বিষয় প্রচারে খুব বেশি তৎপর থাকে।

রমাজান মাসের রোজার মর্যাদা

٤٤- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَن صَامَ رَمْضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".

(صـــحيح البخـــاري، رقـــم الحـــديث ٢٠١٤،

وصـــحيح مســـلم، رقـــم الحـــديث ١٧٥ - (٧٦٠)،

واللفظ للبخاري).

৪৪। আবু হুরায়রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন: নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত এবং পুণ্য লাভের আশায় রমাজান মাসে রোজা রাখবে, সে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত এবং পুণ্য লাভের আশায় রমাজান মাসের পবিত্র রজনীতে (লায়লাতুল কাদারে) বেশি বেশি নামাজ আদায় করবে, সে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০১৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৫ -(৭৬০), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি রমাজান মাসের রোজা এবং পবিত্র রজনীতে (লায়লাতুল কাদারে) নামাজ আদায়ের সময় অন্যান্য ইবাদতের মতোই সুমহান আল্লাহর জন্য এখলাস বা একনিষ্ঠতা বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করছে।

২। এই হাদীসটি রমাজান মাসের রোজায় এবং পবিত্র রজনীতে (লায়লাতুল কাদারে) নামাজ আদায়ের কতকগুলি মর্যদার কথা উল্লেখ করছে।

৩। এই হাদীসটির মধ্যে অতীতের যে সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সমস্ত পাপের যোগাযোগ রয়েছে ছোটো ছোটো পাপের সাথে। কিন্তু বড়ো বড়ো পাপের ক্ষমা অর্জনের জন্য একনিষ্ঠতার সহিত তাওবা করা অপরিহার্য।

বদদোয়ার দ্বারা পাপাত্মার শাস্তি হালকা হয়ে যায়

٤٥- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُرِقَ لَهَا شَيْءٌ؛ فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لاَ تُسَبِّخِيْ عَنْهُ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٤٩٠٩، وقَالَ العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه حسن).

৪৫। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন যে, তাঁর কিছু জিনিস চুরি হয়ে যায়: তাই তিনি চোরের উপর বদদোয়া করতে শুরু করেন। তখন আল্লাহর রাসূল তাঁকে বললেন: “তুমি তার পাপ হালকা করো না”।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০৯, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয়ঃ**

উম্মুল মুমেনীন আয়েশা বিনতে আবী বাক্র আসসিদ্দীক [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] হিজরতের পূর্বে নাবী কারীম [ﷺ] এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মদীনায় হিজরতের পর নয় বছর বয়সে আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে সংসার আরম্ভ করেন। আল্লাহর রাসূল [ﷺ] যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে অধিক বুদ্ধিমতি, জ্ঞানী এবং রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বোউত্তম ব্যক্তি। দানশীলতা ও উদারতায় তাকে উত্তম নমূনা হিসেবে উল্লেখ করা হতো। তিনি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২১০ টি। তিনি রমাজান বা শওয়াল মাসের ১৭ তারিখে মদীনাতে সন ৫৭ অথবা ৫৮ হিজরীতে রোজ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। আবু হুরায়রাহ [رضي الله عنه] তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং তাঁকে আল বাকী কবরস্থানে দাফন করা হয়।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। নির্যাতিত বা নিপীড়িত ব্যক্তি যদি অত্যাচারী ব্যক্তিকে গালি দেয় অথবা তার বদনাম করে, তাহলে সে নিজের পূর্ণ হক যেন তার কাছ থেকে আদায় করে নিলো; তাই নির্যাতিত বা নিপীড়িত ব্যক্তি যেন অত্যাচারী ব্যক্তিকে গালি কিংবা অভিশাপ না দেয় এটাই উত্তম।

২। নির্যাতিত ব্যক্তি যদি অত্যাচারী ব্যক্তির উপর বদদোয়া করতে গিয়ে সীমা লঙ্ঘন না করে, তাহলে তার জন্য এই বদদোয়া করা বৈধ বলেই বিবেচিত করা হবে।

৩। চোর অথবা অত্যাচারী ব্যক্তির উপর বদদোয়া করলে তার পাপের শাস্তি তার উপর থেকে হালকা করে দেওয়া হয়। সুতরাং চোর অথবা অত্যাচারী ব্যক্তির উপর বদদোয়া না করাই ভালো।

মোঁচ কাটা এবং দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤٦- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اِنْهَكُوْا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوْا اللِّحَى".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٨٩٣، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٥٢- (٢٥٩)، واللفظ للبخاري).

৪৬। আব্দুল্লাহ বিন ওমার [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে আল্লাহর রাসূল [ﷺ] বলেছেন: "তোমরা মোঁচ কেটে ফেলো এবং দাড়ি ছেড়ে বড়ো করে রাখো"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৯৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২ -(২৫৯), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৩৮ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মোঁচের মধ্যে যেন ময়লা জমে না যায় এবং খাদ্যদ্রব্য বা খাবার জিনিস ভক্ষণ করার সময় যেন ভক্ষণকারীর কোনো প্রকার ক্ষতি সাধন না হয়; তার জন্য মোঁচ কেটে ফেলার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে ।

২। দাড়ি ছেড়ে বড়ো করে রাখা উচিত; সুতরাং কোনো ভাবেই দাড়ি ছোটো করা বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ, দাড়ি যদি লম্বাচওড়ায় স্বাভাবিক অবস্থা অক্রিম করে যায়, তাহলে তাতে থেকে কিছু কেটে ফেলে ঠিক করা যেতে পারে।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির সৌভাগ্যবান হওয়ার নিদর্শন হলো এই যে, সে আন্তরিকতার সহিত এবং একনিষ্ঠতার সহিত সুমহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল [ﷺ] এর আনুগত্য করবে।

কবরকে মসজিদ বানানো সৎ কর্মের আওতায় পড়ছে না

٤٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى؛ اِتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث٢١ - (٥٣٠)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٣٤٥٣، واللفظ لمسلم).

৪৭। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল [ﷺ] নিশ্চয় বলেছেন: “হিব্রু জাতি এবং খ্রিস্টীয়দেরকে

(ইয়াহূদ-নাসারাদেরকে) আল্লাহ অভিশপ্ত করুন; এই জন্য যে তারা তাদের নাবীগণের কবরগুলিকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১ -(৫৩০) এবং সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৫৩, তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। সুমহান আল্লাহর সঙ্গে শির্ক স্থাপনের সকল প্রকার উপায় বাতিল করার জন্য সকল নাবী, অলী এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের ভক্তির ব্যাপারে অতিশয় বাড়াবাড়ি করা হতে এই হাদীসটি কঠোরভাবে সতর্ক করে।

২। কবরগুলিকে মসজিদ বানানো সৎ কর্মের আওতায় পড়ছে না; তাই এই কর্মটি আল্লাহর অভিশাপকে ডেকে নিয়ে আসে।

আল্লাহর নিকট মার্জনা প্রার্থনা করার একটি মহান দোয়া

٤٨- عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ؛ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ".

(جامع الترمذي، رقم الحديث ٣٥٧٧، سنن أبي داود، رقم الحديث ١٥١٧، واللفظ للترمذي، قال الإمام الترمذي عن

هــذا الحــديث: بأنــه حــديث غريــب، وقــال العلامــة محمــد ناصــر الــدين الألبــاني عــن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৪৮। অর্থ: যায়দ বিন হারেসা [ﷺ] আল্লাহর রাসূলের মুক্ত দাস থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল [ﷺ] কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেন "যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পাঠ করবে:

"أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ".

(অর্থ: আমি সেই মহান আল্লাহর নিকট মার্জনা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং তাঁরই কাছে তাওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি)।

সে ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে ”।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৭৭, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৫১৭, তবে হাদীসের শব্দগুলি তিরমিযীর, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে গরীব (সহীহ) বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল্‌আল্‌বানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

তিনি হলেন যায়দ বিন হারেসা আল কালবী [رضي الله عنه], তিনি একজন জলিলুল কাদার সাহাবী। নাবী কারীম [ﷺ] এর মুক্ত দাস ও খাদেম। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] এর অধীনে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণে বড়ো হয়ে উঠেন এবং তিনি আল্লাহর রাসূলের অতি প্রিয় ছিলেন। তিনি বদর, ওহুদ, খন্দক, হোদায়বীয়া ও খয়বার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত তীর নিক্ষেপকারীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। আল্লাহর রাসূল তাকে কয়েকটি অভিযানে প্রেরণ করেন। আল্লাহর রাসূল তায়েফ বাসীকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে

রওয়ানা হলে, যায়দ বিন হারেসা তাঁর সফর সঙ্গী হন। তায়েফবাসী আল্লাহর নাবীর প্রতি কঠিন নির্যাতন করে এবং তাঁকে পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পবিত্র দু'পা রক্তে রঞ্জিত করে। এই অবস্থায় যায়দ বিন হারেসা আল্লাহর রাসূলকে নিজের জীবন দ্বারা রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন। যায়দ বিন হারেসা ৮ হিজরীতে মূতার যুদ্ধে শহীদ হন। আল্লাহর রাসূল তার শহীদ হওয়ার সংবাদ শুনে প্রচন্ড ব্যথিত হন এবং তার মাগফিরাতের জন্য অনেক দোয়া করেন।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসে নিম্নের ফযীলত পূর্ণ শব্দে

"أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ".

ইস্তেগফারের কিছু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অতএব হাদীসের এই শব্দে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ইস্তেগফার করা উচিত।

২।একজন মুসলমানকে তার ইস্তেগফার বা ক্ষমা চাওয়ার সময় আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য।

৩। এই মহান ফযীলতপূর্ণ দোয়া প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পাক ঐ সমস্ত কবীরাহ গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন যে সমস্ত কবীরাহ গোনাহে মানুষের কোন হকের সম্পর্ক নেই। যেমন কাফেরদের সঙ্গে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করার গোনাহ।

নামাজে কাতার সোজা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٤٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٧٢٣، وصحيح مسلم، رقم الحديث ١٢٤- (٤٣٣)، واللفظ للبخاري).

৪৯। আনাস [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম [ﷺ] এরশাদ করেন: "তোমরা নামাজে তোমাদের কাতারগুলি সোজা রাখো, কারণ নামাজে কাতার সোজা রাখা নামাজ কায়েম করার অন্তর্ভুক্ত।"
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৪-(৪৩৩), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটি নামাজে কাতার সোজা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।

২। নামাজে কাতার সোজা রাখার উদ্দেশ্য পার্শের অন্য মুসল্লিদেরকে কষ্ট দেওয়া ও নামাজে তাদের একাগ্রতা নষ্ট করা বুঝায় না। বরং এর উদ্দেশ্য হলো কাতারে অগ্রগামিতা ও পিছনে পড়া এবং মুসল্লিগণ পরস্পর কাছাকাছি দাড়ানো উদ্দেশ্য। তবে পরস্পর কাছাকাছি দাড়ানোর উদ্দেশ্য এ নয় যে, অন্য মুসল্লিকে কষ্ট দিবে এবং তাদের নামাজের একাগ্রতা নষ্ট করে দিবে। কেননা নামাজে বিনয়-নম্রতা বা একাগ্রতা বজায় রাখা নামাজের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরজের অন্তর্ভুক্ত।

শৌচকার্যের আদবকায়দা

٥٠- عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ؛ فَإِنِّيْ أَسْتَحْيِيْهِمْ؛ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

(جامع الترمذي، رقم الحديث ١٩، وسنن النسائي، رقم الحديث ٤٦، واللفظ للترمذي، قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح, وقال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه: صحيح).

৫০। মুয়াযা [رحمها الله] নাবী কারীম [ﷺ] এর স্ত্রী আয়েশা [رضي الله عنها] হতে বর্ণনা করে বলেন যে, হে মহিলাগণ! তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দ্বারা ইসতেঞ্জা বা

শৌচকার্য সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করো, কারণ আমি তাদেরকে এ বিষয়ে নির্দেশ দান করতে লজ্জা বোধ করি। নাবী কারীম [ﷺ] অবশ্যই পানি দ্বারা ইসতেঞ্জা বা শৌচকার্য সম্পন্ন করতেন"।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯, সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪৬, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মদ নাসেরুদ্দীন আল্ আল্বানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর বর্ণনা ৪৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আয়েশা [رضي الله عنها] এর শিক্ষার্থিনীর পরিচয় হলো, তিনি উম্মে সোহবা বিনতে আব্দুল্লাহ আল আদুবীয়াহ আল বাসারীয়াহ। তিনি একজন বিদ্বান, ফিকহ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, দুনিয়ার প্রতি নির্লোভ ও ইবাদতকারিণী এবং বেশি বেশি রোযা রাখা, নফল নামায ও

ধৈর্যশীলতায় পরিচিত ছিলেন। ৬২ হিজরীতে তাঁর স্বামী বিশিষ্ট্য তাবেয়ী সিলাহ বিন আশ্ইয়াম এবং তার ছেলে কোন এক যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর কাছে এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি ইন্নালিল্লাহ ... পাঠ করেন এবং ধৈর্যধারণ করেন। তিনি মুসলিম নারীর জন্য এক অনুকরণীয় উত্তম অদর্শ। তিনি আয়েশা [رضي الله عنها] এর ছাত্রী ছিলেন, এ কারণেই মুয়াযা [رحمها الله] তাঁর কাছ থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুয়াযা বিনতে আব্দুল্লাহ আল আদুবীয়াহ রাহেমাহাল্লাহ ৯৮ হিজরীতে অন্য মতে ১০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ইসতেঞ্জা বা শৌচকার্যে শুধু পানি ব্যবহার করাই যথেষ্ট মনে করা জায়েয। কেননা এর দ্বারা মূল নাপাকী ও তার চিহ্ন উভয়ই দূর হয়ে যায়।

২। দ্বীন ইসলাম হলো পরিচ্ছন্নতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের ধর্ম, অতএব মুসলমানদের প্রতি ওয়াজিব হলো এই যে,

মানুষের কষ্টদায়ক সমস্ত ময়লা ও খারাপ গন্ধ থেকে দূরে থাকা।

৩। পাথর, ময়লা টিসু ও ইত্যাদি বস্তু পেশাব ও পায়খানায় নিক্ষেপ করা উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত স্থানগুলি অধিক ময়লা এবং অন্যের জন্য ঘৃর্ণার কারণ সৃষ্টি করে।

নামাজ আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার

٥١- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ نبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَكَفَّارَتُها أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٣١٥- (٦٨٤)،).

৫১। আনাস বিন মালেক [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর নাবী [ﷺ] বলেছেন:“যে ব্যক্তি কোন নামাজ ভুলে

যাবে অথবা নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে ঘুমিয়ে পড়বে, তার কাফ্‌ফারা হলো যখনই তার উক্ত নামাজের কথা স্মরণ বা ঘুম হতে জাগ্রত হবে, তখনই তা আদায় করে নিবে”।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৫-(৬৮৪),]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৬ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। কোন মুসলমান নামাজের পূর্বে ঘুমিয়ে পড়লে বা ভুলে গেলে, যখনই তার স্মরণ হবে বা ঘুম থেকে জাগবে সঙ্গে সঙ্গে তা আদায় করে নেওয়াই হলো তার কাফ্‌ফারা।
২। মুসলমান ব্যক্তির উচিত যে, প্রত্যেক নামাজ তার নিজেস্ব ওয়াক্তে কোন প্রকার অবহেলা ও অলসতা ছাড়া আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার।

নব জাতকের কারণে আকীকা জবাই করা উচিত

٥٢- عَــنْ عَائِشَــةَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْهَــا ، قَالَــتْ:

أَمَرَنَــا رَسُــوْلُ اللهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ،

أَنْ نَعُــقَّ عَـــنِ الْغُـــلاَمِ شَـــاتَيْنِ، وَعَـــنِ الْجَارِيَــةِ شَاةً.

(ســـنن ابـــن ماجـــه، رقـــم الحـــديث ٣١٦٣، قـــال العلامـــة محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني عن هذا الحديث بأنه: صحيح).

৫২। আয়েশা [رضي الله عنها] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য দুটি ছাগল ও কন্যা সন্তানের জন্য একটি ছাগল আকীকা জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

[সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩১৬৩, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।]

* এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৪৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটি আকীকা জবাই করা সুন্নাত হওয়া প্রমাণ করে। সন্তানের আকীকা জবাই করা উত্তম সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই মুসলিম পিতার নব জাতকের কারণে আকীকা জবাই করার সামর্থ থাকলে আকীকা জবাই করা উচিত। আকীকার জন্তু নব জাতকের জন্মের সপ্তম দিনে অথবা দুই বা তিন সপ্তাহ পর জবাই করবে।

২। গরু হোক বা উট হোক আকীকার একই পশুতে একাধিক ব্যক্তির শরীক হওয়া জায়েজ নয়।

৩। ছেলের আকীকায় একটি বা দুটি ছাগল জবাই করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উট বা গরু দ্বারা আকীকা করার প্রমাণ নেই।

লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা অপরিহার্য

٥٣- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٤- (٣٣٨)،).

৫৩। আবু সাঈদ আল্‌খুদরী [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের লজ্জাস্থান দেখবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার লজ্জাস্থান দেখবে না। কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষের সাথে

একই কাপড়ের মধ্যে কোনো বিছানায় ঘুমাবে না এবং কোন মহিলা অন্য কোন মহিলার সাথে একই কাপড়ের মধ্যে কোনো বিছানায় ঘুমাবে না"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪ (৩৩৮),]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

***এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইজ্জতের হেফাজত এবং স্বভাব-চরিত্রের রক্ষার্থে নারী ও পুরুষের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ওয়াজিব। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা নারীর মর্যাদা ও তার হেফাজতের প্রয়োজনে।

২। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যের লজ্জাস্থান দেখা জায়েজ নয়।

৩। নির্জনতায় হলেও চিকিৎসা বা অন্য কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া লজ্জাস্থান খোলা বা প্রকাশ করা উচিত নয়।

কুরআনের সিজদায় পঠনীয় দোয়ার বিবরণ

٥٤- عَـنْ عَائِشَـةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهَـا ، قَالَـتْ: كَـانَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَقُـوْلُ فِـيْ سُـجُوْدِ الْقُـرْآنِ بِاللَّيْـلِ: "سَـجَدَ وَجْهِـيَ لِلَّـذِيِ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ".

(جـامع الترمـذي، رقـم الحـديث ٥٨٠، وسـنن أبـي داود, رقـم الحـديث ١٤١٤، واللفـظ للترمـذي، قَـالَ الإمـام الترمـذي عـن هـذا الحـديث: بأنـه حسـن صـحيح، وقـال العلامـة محمـد ناصـر الـدين الألبـاني عـن هـذا الحـديث أيضـاً: بأنـه صحيح).

৫৪। আয়েশা [رضي الله عنها] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাবী কারীম [ﷺ] রাতে কুরআনের সিজদার আয়াতে নিম্নের এই দোয়াটি পাঠ করতেন।

"سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ".

অর্থ: "আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি স্বীয় কৌশল ও শক্তিতে এই মুখমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে উদ্ভিন্ন করেছেন কর্ণ ও চক্ষু "।

[জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৫, সুনান আবু দাউদ, হাদীস, নং ১৪১৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি জামে তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল্‌আল্‌বানীও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ৪৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। যে ব্যক্তি কুরআনের সিজদাহ ওয়ালা আয়াত পাঠ করবে অথবা কারও কাছ থেকে পাঠ করা শুনবে, তার জন্য একটি সিজদাহ করা সুন্নাত সম্মত বিষয়। এবং সিজদায় এই দোয়াটি পাঠ করবে।

"سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ".

অর্থ: "আমার মুখমণ্ডল সিজদায় অবনমিত সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি স্বীয় কৌশল ও শক্তিতে এই মুখমণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে উদ্ভিন্ন করেছেন কর্ণ ও চক্ষু "।

২। এই দোয়ায় মানুষের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু তিনি তাকে উত্তম আকৃতি ও সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন।

আনসারী সাহাবীদেরকে ভালবাসা ঈমানের নিদর্শন

٥٥- عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ: "لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ؛ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٢٩ - (٧٥)، وصحيح البخاري، رقم الحديث ٣٧٨٣، واللفظ لمسلم).

৫৫। আল্‌বারা ইবনে আযেব [﵁] থেকে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম [ﷺ] থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি আনসারী সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন: আনসারী সাহাবীদেরকে একমাত্র মুমিনরাই ভালবাসতে পারে। আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। অতএব যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।”

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯- (৭৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

তিনি আবু আমারাহ বারায়া ইবনে আযেব বিন হারেস আল আনসারী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ও একজন অনেক বড় ফাকীহ ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন সাহাবী এবং বুখারী ও মুসলিমে তাঁর আল্লাহর রাসূল থেকে ৩০৫ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর নাবী [ﷺ] এর সঙ্গে এবং

তাঁরপরেও অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি কুফায় গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন এবং কুফায় ৭২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে অন্য মতও উল্লেখ আছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসে আনসার সাহাবীদের অনেক গুণাবলির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা তাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবেসেছিলেন এবং আল্লাহর দ্বীন ইসলামের সাহায্যের জন্য সর্ব শক্তি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবং আল্লাহর রাস্তায় তাদের জান ও মাল অকাতরে ব্যয় করেছেন, তাই আল্লাহ পাক তাদের ভালবাসাকে মুসলমাদের জন্য ইমানের আলামত এবং তাদের প্রতি শত্রুতাকে কুফর ও নেফাকের আলামত নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

২। এই হাদীসে সমস্ত আনসার সাহাবীকে ভালবাসা ওয়াজিব এ কথা প্রমাণ করে। তারা হলেন আওস ও খাজরাজ কাবিলার অধিবাসী এবং তাঁরা আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর

সাহায্যকারী। তাদের মহান ফযীলত ও বদান্যতা কার্যাবলীর ভিত্তিতে তাদের প্রতি শত্রুতা রাখা হারাম।

আল্লাহর কাছে খাঁটি তাওবা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٥٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَخْطَأْتُمْ؛ حَتَّى تَبْلُغَ خَطَايَاكُمْ السَّمَاءَ، ثُمَّ تُبْتُمْ لَتَابَ (اللّٰهُ) عَلَيْكُمْ".

(سنن ابن ماجه، رقم الحديث ٤٢٤٨، قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح).

৫৬। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম [ﷺ] বলেন: তোমরা যদি পাপ করো এমনকি তোমাদের পাপ যদি

আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতঃপর তোমরা যদি তাওবা করো, আল্লাহ পাক তোমাদের তাওবা অবশ্যই কবুল করবেন।”

[সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৪৮, আল্লামাহ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলআলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর বর্ণনা ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। মানুষের প্রতি অপরিহার্য যে, তারা যেন আল্লাহর রহমত থেকে কোন অবস্থায় নিরাশ না হয়। বরং তারা আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা রাখবে এবং দ্রুত তাওবা করবে। কেননা মানুষ আন্তরিকতার সহিত খাঁটি তাওবা করলে আল্লাহ অবশ্যই তার তাওবা কবুল করবেন।

২। পাপ বা গোনাহ যতই বড় ও ভয়ানক হোক না কেন এই হাদীস আল্লাহর কাছে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। তাওবার পূর্ণ শর্ত না পাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাওবা কবুল হয় না। তাওবা কবুলের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ

১। তাওবা খালেস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া এবং এর দ্বারা দুনিয়ার কোন কিছু বা মানুষের প্রসংশা উদ্দেশ্য না থাকা।

২। গোনাহ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া।

৩। গোনাহের প্রতি লজ্জা ও অনুশোচনা প্রকাশ করা।

৪। উক্ত গোনাহের কাজে প্রত্যাবর্তন না করার মনে দৃঢ় সংকল্প রাখা।

৫। উক্ত পাপ যদি অন্যের হক হয়ে থাকে, তাহলে সে হক তার মালিককে অবশ্যই ফেরত দেওয়া।

৬। তাওবা পশ্চিম দিকে সূর্য উদয় এবং মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে হওয়া।

আল্লাহই ক্ষমাবান দয়াবান

٥٧- عَـــنْ أَبِـــيْ بَكْـــرٍ اَلصِّـــدِّيْقِ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ أَنَّـــهُ قَـــالَ لِرَسُـــوْلِ اللّٰهِ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ: عَلِّمْنِـــي الـــدُّعَاءَ أَدْعُـــوْ بِـــهِ فِـــيْ صَـــلاَتِيْ؛ قَـــالَ: "قُـــلْ: اَللَّهُـــمَّ إِنِّـــيْ ظَلَمْـــتُ نَفْسِـــيْ ظُلْمًـــا كَثِيْـــرًا، وَلاَ يَغْفِـــرُ الـــذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْـــتَ؛ فَـــاغْفِرْ لِـــيْ مَغْفِـــرَةً مِـــنْ عِنْـــدِكَ، وَارْحَمْنِـــيْ؛ إِنَّـــكَ أَنْـــتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٨٣٤، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٤٨ - (٢٧٠٥)، واللفظ للبخاري).

৫৭। আবু বাক্‌র্ সিদ্দীক [﵁] থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল [ﷺ] এর কাছে আরয করলেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিন যা আমি আমার নামাজে পাঠ করবো। আল্লাহর রাসূল বললেন তুমি এই দোয়াটি পাঠ করবে:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ؛ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ".

অর্থ:“হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার প্রতি অনেক বেশি জুলুম করে গুনাহ করেছি এবং আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউ মাফ করার নেই। সুতরাং আপনি আপনার নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার প্রতি আপনি দয়া করুন। আপনিই তো ক্ষমাশীল দয়ালু।”

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৩৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮-(২৭০৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

তিনি আবু বাক্‌র্‌ সিদ্দীক আব্দুল্লাহ বিন উসমান আত্‌ তাইমী আল্‌ কোরাশী [ﷺ]। তাঁর জন্ম হিজরী সনের ৫০ বৎসর পূর্বে অনুযায়ী ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছে। তিনি প্রথম খোলাফায়ে রাশেদীন ও জান্নাতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত একজন মহাসাহাবী। তিনি আল্লাহর নাবীর সাথী ও মদীনায় হিজরতের সময়ের সহযোগী ও সঙ্গী। আল্লাহর রাসূলকে অধিক বিশ্বাস করার কারণে নাবী কারিম [ﷺ] তাকে সিদ্দীক

উপাধি প্রদান করেন। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর থেকে ১৪২ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবু বাকর সিদ্দীক [رضي الله عنه] মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোরাইশের ধনবান ও বড়ো নেতাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু বাকর [رضي الله عنه] আল্লাহর নাবীর সফর সঙ্গী হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। আল্লাহর নাবীর সঙ্গে উপস্থিত থেকে বদর সহ সমস্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ইসলামের সাহায্যে তাঁর অবদান অনেক ব্যাপক। নাবী কারীম [صلى الله عليه وسلم] ১২ ই রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার মৃত্যুবরণ করলে, একই দিনে আবু বাকর [رضي الله عنه] খলিফা নির্বাচিত হন। অতঃপর ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে শাসক ও বিচারপতি নিয়োগ করেন এবং বিভিন্ন দিকে সৈন্য প্রেরণ করার মাধ্যমে সমস্ত আরব উপদ্বীপকে ইসলামের অনুগত ও বশীভূত করেন। এরপর ইসলামী সৈন্য দলকে ইরাক ও শাম দেশ বিজয়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করলে ইরাকের অধিকাংশ এলাকা এবং শাম দেশের অনেক বড়ো অংশ বিজয় লাভ করেন। অতঃপর আবু বাকর [رضي الله عنه] সন ১৩ হিজরির ২২ শে জুমাদা আলআখেরা রোজ সোমবার

৬৩৪ খ্রীস্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। আয়েশা [ﷺ]এর হুজরায় আল্লাহর নাবীর কবরের পার্শ্বে তাঁকে কবরস্থ করা হয়। এবং তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ওমার ইবনে খাত্তাব [ﷺ] কে খলিফা নির্বাচিত করেন।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই দোয়ায় একজন মুসলমানের আল্লাহর সামনে তার অবহেলা, গোনাহ ও অক্ষমতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। কেননা তার গোনাহ ক্ষমা করার একমাত্র তিনিই ক্ষমতাবান।

২। এই দোয়াটি একজন মুসলমানকে আল্লাহর কাছে তাঁর উত্তম নামসমূহ দ্বারা দোয়ায় অসীলা গ্রহণের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর প্রমাণ হলো দোয়ার শেষের অংশে রয়েছে: "إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ". " [অর্থ: আপনিই তো ক্ষমাশীল দয়ালু]

তায়াম্মুমের বিধান

٥٨- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَلْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً، لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ ؛ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٣٤٨، وصحيح مسلم، رقم الحديث٣١٢ - (٦٨٢)، واللفظ للبخاري).

৫৮। ইমরান ইবনে হোসাইন আল খোযায়ী' [ﷻ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] একদা একজন লোককে আলাদা দেখলেন এবং সে লোকের সঙ্গে (জামাআতে) নামাজ পড়েনি। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন লোকদের সঙ্গে নামাজ পড়লে না? সে উত্তরে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ওপর গোসল ফরজ হয়েছে। অথচ আমি পানি পাচ্ছি না। তিনি বললেন: তোমার জন্য পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা যথেষ্ট"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১২-(৬৮২), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

তিনি হলেন আবু নোজাইদ ইমরান ইবনে হোসাইন আল খোযায়ী [ﷻ]। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ও বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব। মুসলমানদের রাজনৈতিক বিষয়ে ছিলেন বিরাট উঁচু মাপের অভিজ্ঞ ব্যক্তি। ওমার [ﷻ] তাঁকে বাসরার

বিচারপতি নিযুক্ত করেন, যাতে বাসরার অধিবাসীগণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী বিষয়ে অবগত হতে পারে। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ্ দোয়া (যার দোয়া কবুল হয়ে থাকে) এবং ফেতনার সময় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে সরে থেকেছেন। ইমরান ইবনে হোসাইন মৃত্যু পর্যন্ত বাসরায় অবস্থান করে ৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সাল সম্পর্কে অন্য মতও উল্লেখ আছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মানুষের জন্য সহজকরণ ইসলামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু ইসলামে গোসল ও ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের বিধান এসেছে। এতএব যখনই পানি পাওয়া কঠিন ও জটিল হবে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির কারণ হতে পারে, তখনই তায়াম্মুম করা যাবে।

২। কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি পানি হারিয়ে ফেলে (বা পানি পেতে ব্যর্থ হয়) অথবা রোগের কারণে পানি ব্যবহার করা সম্ভব না হয়, কিংবা পানি ব্যবহারে পিপাসা ও অনুরূপ কোন

কারণ দেখা দিলে তায়াম্মুম ওযু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত হবে। এবং জুন্‌বী [অপবিত্র] হলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়বে। অতঃপর যদি পানি পেয়ে যায় অথবা ওজর দূর হয়ে যায় তাহলে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে।

৩। তায়াম্মুমকারী যদি নাপাকীর [অপবিত্রতার] কারণে তায়াম্মুম করে থাকে, তাহলে সে অন্য নাপাকী [অপবিত্রতা] আসা পর্যন্ত পবিত্র হয়েই থাকবে। কিংবা পানি পেয়ে যায় তাহলে পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। এর ভিত্তিতে প্রত্যেক ওয়াক্তে নাপাকীর কারণে পুনরায় তায়াম্মুম করবে না। বরং ছোটো নাপাকীর কারণে ওযুর স্থলে তায়াম্মুম করবে। তবে নতুন করে আবার জুন্‌বী বা নাপাকী এবং পূর্বের ওজর পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করবে জুন্‌বী বা নাপাকীর কারণে।

৪। হাদীসে (الصَّعِيْدِ) হতে উদ্দেশ্য বা অর্থ হলো ধুলা ও মাটি ওয়ালা পবিত্র ভূমি। তায়াম্মুমের পদ্ধতি হলো এইরূপ: একজন মুসলিম ব্যক্তি সর্ব প্রথম অন্তরে তায়াম্মুমের নিয়াত করে “বিসমিল্লাহ” বলবে। অত:পর উভয় হাতের তালু দ্বারা

মাটিতে মারবে মাত্র একবার এবং উভয় তালুতে ফুঁ দিবে। এরপর বাম হাতের তালু দ্বারা ডান হাতের উপরে মাসাহ করবে এবং ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের উপরে মাসাহ হরবে। অত:পর দুই হাতের তালু দ্বারা মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করবে। কেননা নাবী কারীম [ﷺ] তাঁর পবিত্র হাত মাটিতে মেরেছেন এবং ঝেড়ে ফেলেছেন অত:পর বাম হাত দ্বারা ডান হাতের উপরে মাসাহ করেছেন ও ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপরে মাসাহ করেছেন এরপর তাঁর মুখমণ্ডল মাসাহ করেছেন।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২১,সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১০-(৩৬৮), সুনানে নাসয়ী, হাদীস নং ২৩০, হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আল্আল্বানী হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

৫। এ ছাড়া তায়াম্মুমের আরও পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে উল্লেখ করা হলো না।

ঘুমের পূর্বে ও ঘুম থেকে সজাগ হওয়ার পর পঠনীয় দোয়া

٥٩- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ؛ قَالَ: " اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا؛ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ؛ قَالَ: "اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٣٢٥).

৫৯। আবু জার [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নাবী কারীম [ﷺ] যখন রাতে ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন তখন এই দোয়াটি বলতেন:

" اَللَّهمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا".

(অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নামের সহিত নিদ্রিত ও জাগ্রত হই"।)

এবং যখন তিনি ঘুম থেকে সজাগ হতেন তখন এই দোয়াটি বলতেন:

"اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ".

(অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন নিদ্রিত করার পর, এবং কিয়ামতের দিনে তাঁরই পানে আমরা পুনরুত্থিত হবো"।)
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২৫]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

আবু জার তিনি জুন্দুব বিন জুনাদা আল্ গিফারী, একজন গৌরবময় বিখ্যাত সাহাবী, তিনি ওই সমস্ত সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিলেন, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। দানশীলতা ও উদারতায় তিনি

প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাই তিনি ধনসম্পদ কিছুই জমা রাখতেন না, মদীনাতে তিনি ফতোয়া দেওয়ার কাজে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। হাদীস গ্রন্থে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২৮১ টি।

অতঃপর তিনি শাম দেশের যাত্রা করে, অবশেষে আর্‌রাব্‌জা (মদীনা হতে রিয়াদ পথে ১০০ কিলোমিটার দূরে) নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং সেখানেই তিনি ৩১ হিজরীতে অথবা ৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন (رضي الله عنه)। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ [رضي الله عنه] তাঁর জানাজার নামাজ পড়িয়েছিলেন [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীস দ্বারা এই দোয়াটি ঘুমের পূর্বে পাঠ করা একটি শরিয়ত সম্মত আমল প্রমাণিত হয়। এই দোয়াটি হলো:

" اَللَّهمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا".

(অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি আপনার নামের সহিত নিদ্রিত ও জাগ্রত হই"।)

এবং ঘুম থেকে সজাগ হওয়ার পর এই দোয়াটি পাঠ করাও একটি শরিয়ত সম্মত আমল প্রমাণিত হয়।

"اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا ، وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ".

(অর্থ: "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন নিদ্রিত করার পর, এবং কিয়ামতের দিনে তাঁরই পানে আমরা পুনরুত্থিত হবো"।)

২। ঘুমের পূর্বে এবং সজাগ হওয়ার পরে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ মানুষের সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম।

তিনটি সূরাহ পাঠ করে দেহে মাসাহ করা (হাত বুলানো)

٦٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ؛ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا؛ فَقَرَأَ فِيْهِمَا: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ

أَحَـدٌ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٥٠١٧).

৬০। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় নাবী কারীম [ﷺ] যখন প্রতি রাতে বিছানায় গমন করতেন, তখন তাঁর দুই হাতের তালু একত্রিত করতেন, তারপর “কুল হুআল্লাহু আহাদ”, “কুল আ’উযু বিরাব্বিল ফালাক”, এবং “কুল আ’উযু বিব্বিন নাস” এবং এই তিনটি সূরাহ পাঠ করে দুই হাতে ফুঁক দিতেন, তার পর উক্ত দুই হাতের তালু দ্বারা দেহের যতটা অংশ সম্ভব হতো মাসাহ করতেন। তিনি তাঁর মাথা এবং মুখমণ্ডল হতে এই মাসাহ (হাত বুলানো) শুরু করতেন এবং এই ভাবে তাঁর

দেহের যতটা অংশ তিনি স্পর্শ করতে পারতেন ততটা মাসাহ করতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন”। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০১৭]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৪৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ঘুমের পূর্বের দোয়াগুলি পাঠ করার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। এবং তার সাথে সাথে সূরাহ ইখলাস, সূরাহ ফালাক ও সূরাহ নাস পাঠ করে দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে উভয় হাত দ্বারা মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসাহ করা শারিয়ত সম্মত কাজ।

২। রোগ-ব্যাধির সময় একজন মুসলমানের এই সূরাহগুলি পাঠ করা এবং তার দুই হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে উভয় হাত দ্বারা মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের যতটা অংশ সম্ভব মাসাহ করা মোস্তাহাব।

জান্নাতের নেয়ামতের বিবরণ

٦١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللّٰهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ: مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٧٤٩٨، وصحيح مسلم، رقم الحديث ٣ - (٢٨٢٤)، واللفظ للبخاري).

৬১। আবু হুরায়রাহ [﵁] থেকে বর্ণিত যে, নাবী কারীম [ﷺ] বলেন: আল্লাহ বলেছেন: " আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য জান্নাতে এমন নেয়ামত তৈরী করে রেখেছি, যে নেয়ামতকে

কোনো চোখ কোনো দিন দেখে নি, কোনো কান কোনো দিন তার বর্ণনা শুনে নি এবং কোনো মানুষ কোনো দিন তার ব্যাপারে কোনো ধারণা কিংবা কল্পনাও করতে পারে নি”।
[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৯৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩-(২৮২৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৩ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে:**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আখেরাতে জান্নাতের নেয়ামতের ধরণ ও প্রকৃত পদ্ধতি সম্পর্কে কল্পনা করা অসম্ভব। দুনিয়ার সুখ ও শান্তির প্রতি কেয়াস বা অনুমান করে বলা যাবে না। কেননা দুনিয়ার সুখ ও শান্তি আখেরাতে জান্নাতের নেয়ামত বা সুখ শান্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও আলাদা।

২। আখেরাতে জান্নাতের নেয়ামত বা সুখ-শান্তি তাদের জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে, যারা আল্লাহকে প্রতিপালক হিসেবে,

ইসলামকে দ্বীন বা ধর্ম হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করেছে এবং তাদের এই বিশ্বাসের সাথে শিরক, কুফরী, বিদআত এবং অবাধ্যতাকে মিশ্রিত করে নি।

পানাহারের আদবকায়দা

٦٢- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ؛ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ١٠٥- (٢٠٢٠).

৬২। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমার [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি যখন খাদ্য ভক্ষণ করবে, তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা ভক্ষণ

করে এবং যখন পান করবে, তখন যেন সে তার ডান হাত দ্বারা পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে পানাহার করে”।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৫- (২০২০)]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৩৮ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটির মধ্যে পানাহারের ইসলামী আদব কায়দার কয়েকটি কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২। মুসলিম ব্যক্তির ডান হাতে পানাহার করা এবং বাম হাতে পানাহার বর্জন করা উচিত।

৩। মুসলমানের জীবনের দ্বীন ও দুনিয়ার সমস্থ বিষয়ে শয়তানের অনুসরণ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব।

পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার বিবরণ

٦٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ؛ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسَمَ اللّٰهِ فِيْ أَوَّلِهِ؛ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ٣٧٦٧، وجامع الترمذي، رقم الحديث ١٨٥٨، واللفظ لأبي داود، قَالَ الإمام الترمذي عن هذا الحديث: بأنه حسن صحيح)

وقَـــالَ العلامــة محمــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني

عن هذا الحديث أيضاً: بأنه صحيح).

৬৩। নাবী কারীম [ﷺ] এর প্রিয়তমা আয়েশা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন,“তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি যখন খাদ্য ভক্ষণ করার ইচ্ছা করবে, তখন যেন সে খাওয়ার শুরুতেই "بِسْمِ اللّٰهِ" (অর্থ: আমি আল্লাহর নামের সহিত খাদ্য ভক্ষণ করা আরম্ভ করছি) বলে । খাওয়ার শুরুতে "بِسْمِ اللّٰهِ" বলতে ভুলে গেলে, সে যেন বলে:

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ".

অর্থ: আমি আল্লাহর নামের সহিত আদ্যন্তে খাদ্য ভক্ষণ করছি” ।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৭৬৭, জামে’ তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৫৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানীও এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৪৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছেঃ**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। ইসলামে পানাহারের আদব হলো যে, পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে এবং শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে “বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু” বলবে।

২। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইসলামী জীবনের সকল দিক ও বিভাগে আল্লাহর রাসূলের উত্তম আদর্শকে অনুসরণ করে চলা ওয়াজিব।

কোমল ও নম্রতার পরিণাম কল্যাণকর

٦٤- عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٧٤- (٢٥٩٢).

৬৪। জারির [ﷺ] থেকে বর্ণিত। নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: যে ব্যক্তি কোমল আচরণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে, সে ব্যক্তি কল্যাণ ও মঙ্গল থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাবে"।

[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫-(২৫৯২)]

*** এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়:**

তিনি হলেন জারির বিন আব্দুল্লাহ বিন জাবের আল বাজালী। জাহেলিয়াতের যুগে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও নিজ বংশের তিনি সর্দার ছিলেন। জারির [ﷺ] দশম

হিজরীর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে অন্য মতও আছে। তিনি বিচক্ষণ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন এবং তিনি উত্তম আকৃতির ও দেখতে অপূর্ব সুন্দর ছিলেন। ইরাক ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ বিজয়ের বিষয়ে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১০০ টি। তিনি শাম ও হীরা নামক স্থানের (সিরিয়া এবং ইরাক দুই দেশের) মধ্যবর্তী কারকিসিয়া নামক স্থানে ৫১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন [رضي الله عنه]।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। এই হাদীসটি আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোমল আচরণ ও নম্রতার পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহিত করে। এবং তারবীয়াত, শিক্ষা ও পরিবার-পরিজনের সাথে পারস্পরিক আচরণেও উদারতা ও নম্রতা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির রীতি ও পদ্ধতি পরিহার করার শিক্ষা দেয়।

২। কোমল ও নম্রতার পরিণতি কল্যাণকরই হয়ে থাকে আর কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির রীতি সাধারণ ভাবে অহিতকর হয়ে থাকে।

বিতর নামাজের একটি দোয়া

٦٥- عَنْ عَلِي بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ آخِرِ وِتْرِهِ: "اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ".

(سنن أبي داود، رقم الحديث ١٤٢٧،

جامع الترمذي، رقم الحديث ٣٥٦٦،

واللفظ لأبي داود، قَالَ الإمام الترمذي

عــــن هـــذا الحــــديث: بأنـــه حســــن غريـــب،

وقَـــالَ العلامـــة محمـــد ناصــــر الـــدين الألبـــاني

عن هذا الحديث: بأنه صحيح).

৬৫। আলী ইবনে আবী তালেব [ﷺ] থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বিতর নামাজের শেষের দিকে এই দোয়াটি পাঠ করতেন:

"اَللَّهُـــمَّ إِنِّـــيْ أَعُـــوْذُ بِرِضَـــاكَ مِـــنْ سَـــخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِـــكَ مِـــنْ عُقُوْبَتِـــكَ، وَأَعُـــوْذُ بِـــكَ مِنْـــكَ، لاَ أُحْصِـــيْ ثَنَـــاءً عَلَيْـــكَ، أَنْـــتَ كَمَـــا أَثْنَيْـــتَ عَلَى نَفْسِكَ".

অর্থ: “হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি আপনার সন্তোষের দ্বারা আপনার ক্রোধ থেকে, আপনার নিরাপত্তার দ্বারা আপনার শাস্তি থেকে এবং আপনার পবিত্র সত্তার দ্বারা আপনার কোপ থেকে। আপনার প্রশংসা গনণা করতে আমি অপারগ। আপনি

ঠিক সেই রকম প্রশংসা ও স্তুতির অধিকারী যেই রকমভাবে আপনি নিজের প্রশংসা ও স্তুতির বর্ণনা করেছেন”।
[সুনান আবু দাঊদ, হাদীস নং ১৪২৭, জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৬৬, হাদীসের শব্দগুলি আবু দাঊদের। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলআলবানী এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় ৩৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। একজন মুসলমানের জন্য এই মহান দোয়াটি মুখস্থ করা উচিত।

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ".

২। একজন মুসলমানকে এই মহান দোয়াটি বিতর নামাযের শেষে, সালামের পর, অথবা সিজদায় কিংবা বিছানায় ঘুমের সময় বা অন্যান্য অবস্থায় পাঠ করা উত্তম।

৩। দোয়া করার সময় মুসলমানের অন্তর উপস্থিত থাকা উচিত। (অর্থাৎ দোয়া করার সময় মন যেন গাফিল না থাকে)।

সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা হারাম

٦٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ؛ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث ٢- (٢٠٦٥).

৬৬। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: "যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পান করবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করবে"।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২ -(২০৬৫) ।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারীণী সাহাবীয়াহ এর পরিচয়:**

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা [رَضِيَ اللهُ عَنْهَا] হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া আল্ মাখ্জুমীইয়া। খালেদ বিন ওয়ালিদ [رضي الله عنه] এর চাচাতো বোন। তিনি আল্লাহর রাসূল নবুওয়াত প্রাপ্ত হওয়ার ১৭ বৎসর পূর্বে মক্কা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়ায়, অতঃপর মদিনায় হিজরত করেন। তিনি তাঁর বংশের মধ্যে ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাশালী, সম্ভ্রান্ত, সুন্দরী ও রূপবতী। এবং মহিলাগণের মধ্যে ছিলেন অতিশয় বিচক্ষণ এবং চরিত্রবান।

তিনি নাবী কারীম [ﷺ] এর দুধভাই আবু সালামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আসাদ আল্ মাখজুমী [رضي الله عنه] এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে এবং ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ওহুদের যুদ্ধে আহত হওয়ার কারণে মদীনায় জুমাদাল আখেরা মাসে সন ৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন [رضي الله عنه]।

অতঃপর উম্মে সালামা [رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] এর ইদ্দতের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর শাওয়াল মাসে সন ৪ হিজরীতে তিনি নাবী কারীম [ﷺ] এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

তিনি বুদ্ধিমতি ফাকীহাহ্ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ মহিলা ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির ঘটনার সময় মুসলমানদের প্রতি তাঁর একটি বড়ো ও বিখ্যাত অবদান রয়েছে। আল্লাহর রাসূলের সঙ্গে তিনি অনেকগুলি যুদ্ধের সফরে শামিল থাকতেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৮০ টি। তিনি উম্মুহাতুল মুমিনীনের মধ্যে সবার শেষে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি প্রায় ৯০ বছর জীবিত ছিলেন এবং সন ৫৯ অথবা ৬১ হিজরীতে

মৃত্যুবরণ করেন। আল বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় [رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا] ।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। প্রতিটি নারী-পুরুষ মুসলিম ব্যক্তির জন্য সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা অথবা পবিত্রতা অর্জন করা হারাম।

২। পানাহার করার বিষয়ে এবং ইসলামী জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূলকে উত্তম আদর্শ হিসেবে বরণ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একটি অপরিহার্য বিষয়; সুতরাং যে ব্যক্তি এই বিষয়টি জানার পর আল্লাহর রাসূলের বিপরীত আচরণ অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সতর্কবাণী এবং শাস্তির অধিকারী হবে।

৩। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির একটি আরোও অপরিহার্য বিষয় হলো এই যে, অপচয় ও অহঙ্কারের সকল প্রকার পদ্ধতি থেকে বিরত থাকা।

আজান শুনার পর পঠনীয় দোয়া

٦٧- عَـنْ جَـابِرِ بْـنِ عَبْـدِ اللَّـهِ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْهُمَـا، أَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قَـالَ: "مَـنْ قَـالَ حِـيْنَ يَسْـمَعُ النِّـدَاءَ: اَللَّهُـمَّ رَبَّ هَـذِهِ الـدَّعْوَةِ التَّامَّـةِ، وَالصَّـلاَةِ الْقَائِمَـةِ، آتِ مُحَمَّـدًا اَلوَسِـيْلَةَ وَالْفَضِـيْلَةَ، وَابْعَثْـهُ مَقَامًـا مَحْمُـوْدًا اَلـذِّيْ وَعَدْتَـهُ، حَلَّـتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامِةِ".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦١٤).

৬৭। জাবের বিন আব্দুল্লাহ [رضي الله عنهما] থেকে বর্ণিত যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: “যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আজান শুনার পর এই দোয়াটি পাঠ করবে:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا اَلوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا اَلذِّيْ وَعَدْتَهُ".

(অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি এই পূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠাতব্য নামাজের সত্য অধিকারী। আপনি মুহাম্মাদকে প্রদান করুন আপনার অতি নিকটবর্তী জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং তাঁকে আরো অতি উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে আরশের উপরে সুপারিশ করার স্থানটিও প্রদান করুন, যেই স্থানটি তাঁকে প্রদান করার অঙ্গীকার আপনি করেছেন")।

সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে আমার সুপারিশের অধিকারী হয়ে যাবে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১৪] ।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২৫ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। মুয়াজ্জিনের আজান শুনার পর এই দোয়াটি পাঠ করার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির উচিত যে, সে যেন এই দোয়াটি যত্নসহকারে মুখস্থ করে এবং মুয়াজ্জিনের আজান শুনার পর এই দোয়াটি পাঠ করা থেকে বেখেয়াল না হয়।

৩। এই হাদীসটির দ্বারা এই দোয়ার মর্যাদা সাব্যস্ত হচ্ছে; সুতরাং মুয়াজ্জিনের আজান শুনার পর যে ব্যক্তি এই দোয়াটি পাঠ করবে, সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনে রাসূলুল্লাহ [ﷺ] এর সুপারিশের অধিকারী হয়ে যাবে।

সৎ কর্মে মাল ধন খরচ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٦٨- عَـــن أَبِـــيْ هُرَيْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ، أَنَّ النَّبِـــيَّ صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قَـــالَ: "مَـــا مِـــنْ

يَــوْمٍ يُصْــبِحُ العِبَــادُ فِيْــهِ، إِلاَّ مَلَكَــانِ يَنْــزِلاَنِ؛ فَيَقُــوْلُ أَحَــدُهُمَا: اَللَّهُــمَّ! أَعْــطِ مُنْفِقًــا خَلَفًــا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اَللَّهُمَّ! أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا".

(صــحيح البخــاري، رقــم الحــديث ١٤٤٢، وصــحيح مســلم، رقــم الحــديث ٥٧- (١٠١٠)، واللفظ للبخاري).

৬৮। আবু হুরায়রাহ [رضي الله عنه] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নিশ্চয় নাবী কারীম [ﷺ] বলেছেন: "প্রতি দিন মানুষ যখন সকালে উপনীত হয়, তখন দুইজন ফেরেশতা আসমান হতে নেমে আসেন, তাদের মধ্যে থেকে একজন ফেরেশতা বলেন: হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি নিজের মাল ধন সৎ কর্মে খরচ করবে, তাকে আপনি তার প্রতিদান প্রদান করুন। আবার অন্যজন ফেরেশতা বলেন: হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি নিজের মাল ধন সৎ

কর্মে খরচ করা থেকে বিরত থাকবে, তাকে আপনি অমঙ্গল প্রদান করুন”।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৪২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭ -(১০১০), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আল্লাহর পথে মাল ধন খরচ করার মাধ্যমে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ অর্জন করা যায়। যেহেতু আল্লাহর পথে মাল ধন খরচ করলে তার খুব ভালো প্রতিদান পাওয়া যায়। আর এই ভালো প্রতিদানের প্রভাব অনেক সময় পড়ে থাকে মানুষের নিজের জীবনে, তার পরিবারের জীবনে এবং তার সন্তানসন্ততির জীবনে। আবার এই প্রভাব অনেক সময় পড়ে থাকে তাদের শারীরিক বা দৈহিক এবং মানসিক অবস্থাতেও; সুতরাং তারা সবাই সুস্থতা পেয়ে থাকে এবং তাদের মানসিক

অবস্থাও ঠিক থাকে; তাই তারা ইহকালে ও পরকালে সুখের জীবন লাভ করে।

২। মহান আল্লাহ যখন কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে বৈধ মাল ধন প্রদান করবেন, তখন তার জন্য কৃপণ হওয়া উচিত নয়। কেন না কৃপণতার দ্বারা মানুষের অমঙ্গল হয়ে থাকে। আর অনেক সময় এই অমঙ্গল তার বিভিন্ন প্রকার মানসিক অশান্তির কারণ হয়ে থাকে। আবার এই অমঙ্গলের প্রভাব অনেক সময় পড়ে থাকে তার শারীরিক বা দৈহিক অবস্থাতেও; এবং সে ইহকাল ও পরকালের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়ে থাকে।

আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য সিজদা করা

٦٩- عَـــنْ أَبـــيْ بَكْـــرَةَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْـــهُ، أَنَّ النَّبِـــيَّ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ كَـــانَ إِذَا أَتَـــاهُ

أَمْــــرٌ يَسُــــرُّهُ، أَوْ بُشِّــــرَ بِــــهِ؛ خَــــرَّ سَــــاجِدًا؛ شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

(ســــنن ابــــن ماجــــه، رقــــم الحــــديث ١٣٩٤، وجــــامع الترمــــذي، رقــــم الحــــديث ١٥٧٨، واللفــــظ لابــــن ماجــــه، قــــال الإمــــام الترمــــذي عــــن هــــذا الحــــديث بأنــــه: حســــن غريــــب، وقــــال العلامــــة محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني عن هذا الحديث: بأنه حسن).

৬৯। আবু বাক্‌রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যখন আনন্দদায়ক কোনো সংবাদ আসতো অথবা তাঁকে যখন কোনো সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখন তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য সিজদা করতেন।

[সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ১৩৯৪, এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৭৮, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান ইবনু মাজাহ থেকে নেওয়া হয়েছে, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান গারীব বলেছেন এবং আল্লামা মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দিন আল্আল্বাণী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয়ঃ**

আবু বাক্রা নোফায় ইবনুল হারেস আস্সাকাফী [رضي الله عنه] সাহাবীগণের মধ্যে একজন সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৩২ টি। সাহাবীগণের যুগে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল সেই সংঘর্ষে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি।

পরবর্তী সময়ে তিনি বসরা শহরে চলে যান ও সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি বসরা শহরেই সন ৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন [رضي الله عنه]। এই বিষয়ে অন্য উক্তিও রয়েছে।

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়ঃ**

১। এই হাদীসটির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুমহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও নেয়ামত অর্জিত হলে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য সিজদা করা একটি শরীয়ত সম্মত কাজ।

২। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য সিজদা শুধুমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য বৈধ নয়। এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য সিজদার কারণ হলোঃ আল্লাহর নেয়ামত অর্জিত হওয়া কিংবা কোনো কষ্টদায়ক বস্তুর অবসান ঘটা।

আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান

٧٠- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "وَاللهِ إِنِّيْ لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ، أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً".

(صحيح البخاري، رقم الحديث ٦٣٠٧).

৭০। আবু হুরায়রাহ [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ [ﷺ] কে বলতে শুনেছি: তিনি বলেছেন: "আল্লাহর শপথ! আমি দৈনিক সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাওবা করে আল্লাহর পানে ফিরে আসি"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৭]।

*** এই হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর পরিচয় পূর্বে ২ নং হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।**

*** এই হাদীস হতে শিক্ষণীয় বিষয়:**

১। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাওবা করে আল্লাহর পানে ফিরে আসার প্রতি এই হাদীসটি উৎসাহ প্রদান করে।

২। আল্লাহর রাসূলকে উত্তম আদর্শ হিসেবে বরণ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির একটি অপরিহার্য বিষয়; তাই

ইসলামী জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে তাঁর অনুগামী হওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া আবশ্যক।

৩। আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিণাম অতীব কল্যাণময়; এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিকটে পাপের ক্ষমা, দোষত্রুটির মার্জনা, বিভিন্ন প্রকার মঙ্গল অর্জন, আল্লাহর সন্তুটি, নৈকট্য এবং জান্নাত লাভ।

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وعلى آله وصحبه.

অর্থ: অতঃপর সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যার অনুগ্রহে সমস্ত শুভকর্ম সম্পন্ন হয়। এবং অতিশয় সম্মান ও সালাম (শান্তি) আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের জন্য অবতীর্ণ হোক।

সূচীপত্র